রবীন্দ্রবীক্ষা

রবীন্দ্রবীক্ষা

রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের বিশেষ সংখ্যা

২১ ডিসেম্বর ১৯৯৫

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পঞ্চসপ্ততি বর্ষ সূচনা : বিশেষ সংখ্যা

২১ ডিসেম্বর ১৯৯৫

সম্পাদক

বিশ্ববিজয় রায়

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা ও অক্ষরলিপি

সুশোভন অধিকারী

প্রকাশক

দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাধিকারিক, রবীন্দ্রভবন
শান্তিনিকেতন

মুদ্রক

নিউ ইঙ্ক ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ
২/১৪৫ বিজয়গড়
কলিকাতা ৭০০ ০৩২

বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রাক পঞ্চসপ্ততি বর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে 'রবীন্দ্রবীক্ষার' বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশের আরম্ভ থেকে কবিগুরু অপ্রকাশিত নানা রচনা ও চিঠিপত্র তাঁর গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের কাছে পরিবেশন করবার এক অনন্য দায়িত্ব এযাবৎ ২৮টি সংখ্যার সমাহারে গ্রথিত হয়েছে। রবীন্দ্রগবেষণার ভাণ্ডারে 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র দান তাই সার্থক রূপে চিহ্নিত। যাঁদেব নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের সারস্বত কর্মের নিদর্শন স্বরূপ 'রবীন্দ্রবীক্ষা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে তাঁদের কৃতিত্বকে স্মরণ করে আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

বর্তমান 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র সংখ্যাটি বিশেষরূপে চিহ্নিত এবং তার ছাপ, বিষয় চয়নে ও পরিবেশনের অভিনবত্বে এবং পত্রিকাটির গঠনেও পরিব্যাপ্ত। মুদ্রিত 'ঋণশোধ' নাটকের ১৯২১ সালের খসড়া অনুসারে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী কুশীলবদের তালিকা ও বিবরণসহ নাটিকাটির কবিগুরুকৃত স্বহস্তে শেষ পরিমার্জিত রূপের সমগ্র পাণ্ডুলিপিটির ফোটোকপি বর্তমান 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া বিশ্বভারতীর প্রথম অভ্যাগত আচার্য সিলভ্যাঁ লেভিকে লেখা কবিগুরুর কয়েকটি পত্র ও সেগুলির উত্তরের সারাংশ সহ কয়েকটি চিত্ররূপের পরিচয়ও এই সংখ্যায় দুর্লভ কয়েকটি ছায়াচিত্রের সমাহারে পরিবেশিত।

যাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র এই বিশেষ সংখ্যাটি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হতে পেরেছে তাঁদের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

দিলীপ কুমার সিংহ
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

বিষয়সূচী

সম্মুখীন প্রতিকৃতি ।। সুইট্‌স্‌জারল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথ। ১৯২১।
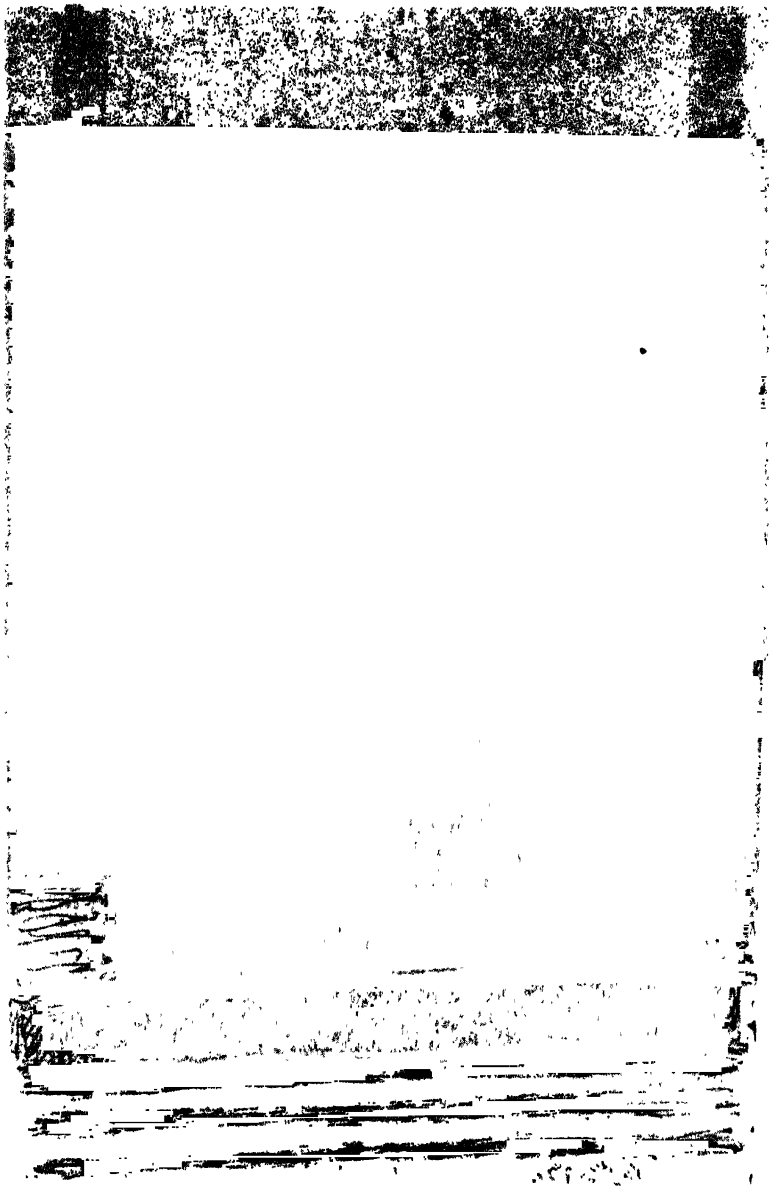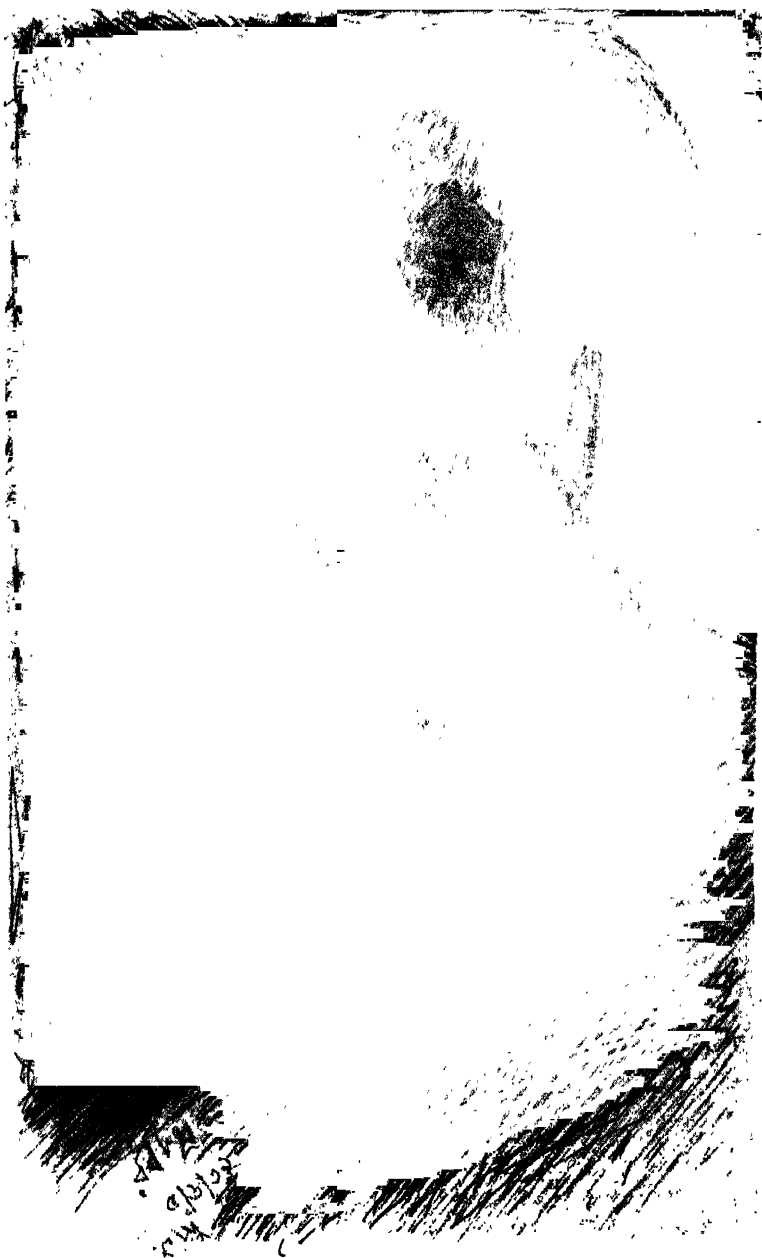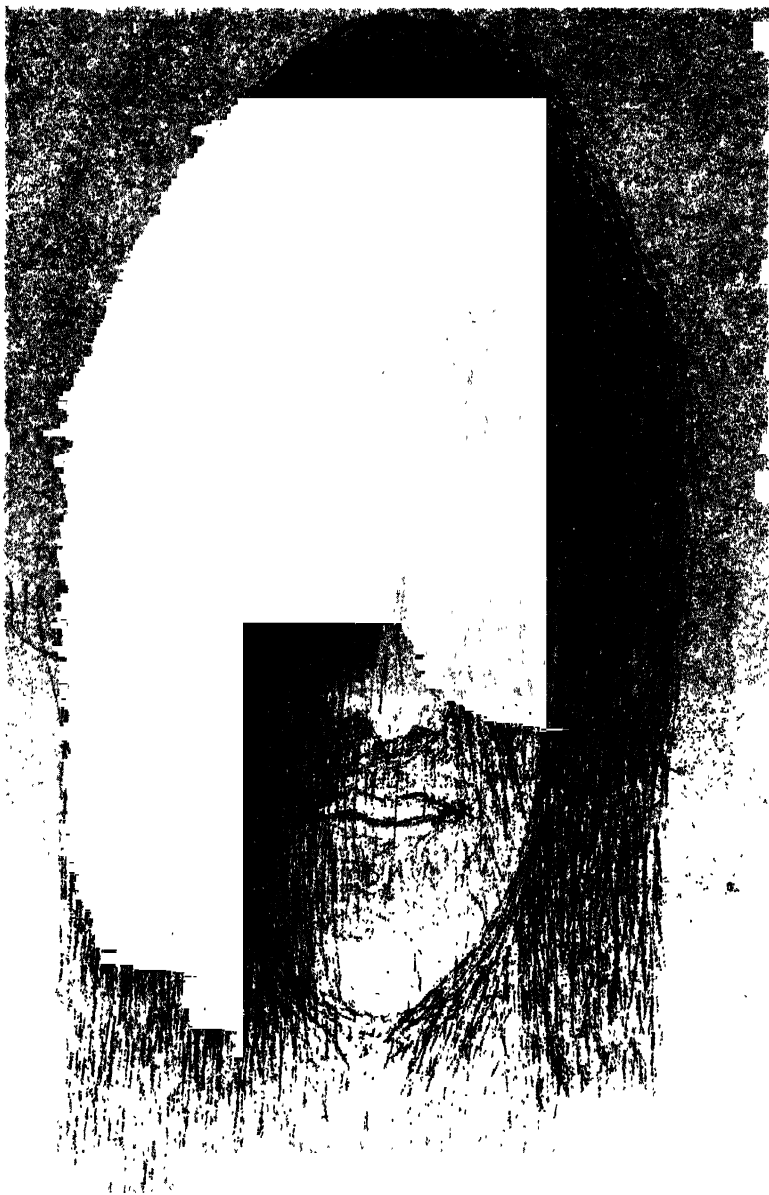
রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুচ্ছ

চিত্র ১

চিত্র ৩

চিত্র

ঋণশোধ

ঋণ-শোধ

(শারদোৎসব)

(নাটিকা)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২১

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কালিকা প্রেস

২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

এই নাটিকাটি বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়।

প্রকাশক

গান

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরৎ মেঘে।
কেমনে আজ্‌কে ভোরে
গেল গো গেল সরে'
তোমার ঐ আঁচলখানি
শিশিরের ছোঁওয়া লেগে॥
কি যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে যে ঐ শিউলিদলে
ছড়াল কাননতলে,
সে যে ঐ ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে॥

পাত্রগণ

সম্রাট্

বিজয়াদিত্য

শেখর কবি

ঠাকুরদাদা

লক্ষেশ্বর

উপনন্দ

রাজা সোমপাল

রাজদূত

অমাত্য

বালকগণ

ঋণ-শোধ

ভূমিকা

রাজসভা

সম্রাট্ বিজয়াদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী

মহারাজ, এই হচ্চে রাজনীতি।

বিজয়াদিত্য

কি তোমার রাজনীতি?

মন্ত্রী

রাজ্য রাখ্‌তে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মত, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি সুরু হ'তে থাকে।

বিজয়াদিত্য

রাজ্য যতই বাড়বে তা'কে রক্ষা করবার দায়ও ত ততই বাড়বে—তাহ'লে থাম্‌ব কোথায়?

মন্ত্রী

কোথাও না। কেবলি জয় কর্‌তে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিষটা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

বিজয়াদিত্য

তাহ'লে তোমার পরামর্শ কি ?

মন্ত্রী

আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় যে মাণিকপুর আছে সেইটে জয় করে' নেবার এই অবসর উপস্থিত হয়েচে।

বিজয়াদিত্য

সেই অবসর আমি দিলুম উড়িয়ে। আমার রাজনীতির কথা আমি তোমাকে বল্‌ব ?

মন্ত্রী

বলুন।

বিজয়াদিত্য

রাজ্যের লোভ মিট্‌বে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে' নয়। রাজা হয়েচি বলেই দেখ্‌তে পেয়েচি রাজ্যটা কিছুই নয়।

মন্ত্রী

বলেন কি মহারাজ ? ওর মধ্যে কোনো সত্যই কি—

বিজয়াদিত্য

ওর মধ্যে একমাত্র সত্য হচ্চে রাজা হওয়া। আমি রাজা হ'তে চাই।

মন্ত্রী

সেই জন্যেই ত—

রাজা

সেই জন্যেই ত আমি রাজ্য লোভ করতে চাইনে। কোনো

সাম্রাজ্যই ত আজ পর্য্যন্ত টেঁকে নি—যে সাম্রাজ্য যতই বড়ই হোক্! কিন্তু একবারের মত যে সত্যকার রাজা হ'তে পেরেচে চিরকালের মত সে বেঁচে রইল।

মন্ত্রী

কিন্তু সৈন্যদল প্রস্তুত আছে।

রাজা

ভালোই হয়েচে।

মন্ত্রী

তবে কি—

বিজয়াদিত্য

তাদের লাগিয়ে দাও শারদোৎসবের কাজে।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি

মহারাজ, শরৎকালে জয়যাত্রায় বেরবার নিয়ম—মহারাজের পূর্ব্বপুরুষেরা—

বিজয়াদিত্য

আমিও বেরব ঠিক করেচি।

সেনাপতি

তাহ'লে আদেশ করুন কি-ভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে।

বিজয়াদিত্য

তোমাদের কাউকে সঙ্গে আসতে হবে না।

সেনাপতি

বলেন কি মহারাজ ?

বিজয়াদিত্য

আমি একলা যাব।

সেনাপতি

সে কি কথা ?

বিজয়াদিত্য

সে তোমরা বুঝ্‌বে না। কবি কোথায় ?

মন্ত্রী

তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্চি। (উভয়ের প্রস্থান)

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য

কবি !

শেখর

কি মহারাজ।

বিজয়াদিত্য

আমার পিতার সিংহাসনে একবছর মাত্র আমি বসেচি— কিন্তু মনে হচ্চে আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েচে সকলের বয়স একত্র হ'য়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেচে। রাজাকে নবীন করবার কি উপায় আমাকে বলে' দাও ত।

শেখর

সিংহাসন থেকে একবার মাটিতে পা ফেলেন দিকি। ঐ মাটির মধ্যে জীবন যৌবনের জাদুমন্ত্র রয়েচে।

বিক্রমাদিত্য

আমার সিংহাসনের খাঁচার দরজা আমি চিরদিনের মত খুলে রাখ্‌তে চাই—যাতে মাটির সঙ্গে আমার সহজ আনাগোনা চলে।

শেখর

যাতে শিউলির মালার সঙ্গে আপনার মুক্তোর মালার অদল-বদল হয়। তাহ'লে এই শরৎকালে আপনার ঐ রাজবেশটা একবার খোলেন—আপন বলে' চিন্‌তে কারো ভুল হবে না।

বিক্রমাদিত্য

আছে আমার সন্ন্যাসীর বেশ—ধূলোর সঙ্গে তা'র সুর মেলে। কবি তোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শেখর

না মহারাজ, আমাকে যদি সঙ্গে নেন তাহ'লে আপনার পরে মন্ত্রী আর সেনাপতির বিষম অশ্রদ্ধা হবে, আর আমার পরে হবে রাগ।

বিক্রমাদিত্য

ঠিক বটে। মন্ত্রীর মনে এই বড় ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করবার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর

আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই যে

বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্চে তা'র ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য

অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে ত সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্চ। কিন্তু আমার কি ক্ষমতা আছে বল? আমি ত কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর

প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝঙ্কারের মত ঝলমল করে' উঠ্‌ল তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহ-বেদনায় উপ্‌চে পড়চে—

গান

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়—
ঐ শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায়।

বিজয়াদিত্য

তুমি আমাকে ঘরে টিঁক্‌তে দিলে না দেখচি। চল্‌লেম আমি অমৃতের ঋণ শোধ করতে।

কবি

গান

আজ মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায় !
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায় !

বিজয়াদিত্য

কবি, ভালোবাসা ত দেব', কিন্তু কোথায় দেব ?

শেখর

মহারাজ, যেদিন সময় আসে, যেদিন ডাক পড়ে, সেদিন রাজ-খরচের দিন, একেবারে ঢেলে দিতে হয়, পথে পথে বনে বনে। আজ সেই দিন এসেচে—আমার মন দিশেহারা হয়েচে।

গান

আমি যদি রচি গান অধির পরাণ
সে গান শোনাব কারে আর
আমি যদি গাঁথি মালা ল'য়ে ফুলচয়ে
কাহারে পরাব ফুলহার।
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায় !
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায় :

বিজয়াদিত্য

বুঝেচি, কবি, আজ আর কথা নেই, আজ অমৃতের ঋণ শোধ করতে বেরব। তুমি একবার মন্ত্রীকে ডেকে দাও।

শেখরের প্রস্থান—মন্ত্রীর প্রবেশ

বিজয়াদিত্য

মন্ত্রী, আমি আজই বাহির হব।

মন্ত্রী

তা'র আয়োজন—

বিজয়াদিত্য

বিনা আয়োজনে।

মন্ত্রী

মহারাজ, কি এমন বিশেষ কর্ত্তব্য আছে যে—

বিজয়াদিত্য

আছে কর্ত্তব্য। আমি সেই বীণকারকে ডাক্‌তে যাব।

মন্ত্রী

বীণকার? সেই সুরসেন? আমি এখনি লোক পাঠিয়ে দিচ্চি।

বিজয়াদিত্য

না, না, রাজার ডাকে বীণায় ঠিক সুরটি বাজে না। আমি তা'র দরজার বাইরে মাটিতে বসে' শুনব, তারপরে যদি ডাক পড়ে তবে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে' শুনব।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ কি কথা বল্‌চেন ?

বিজয়াদিত্য

সিংহাসনে সুর পৌঁছয় না। শ্রোতার আসন থেকে আমাকে চিরদিন বঞ্চিত করতে পারবে না। আমি মাটিতে বসব মেঠো ফুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে। কবিকে ডেকে দাও ত মন্ত্রী।

মন্ত্রী

দিচ্চি এখনি দিচ্চি

মন্ত্রীর প্রস্থান—শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য

কবি, আমার বেরবার সময় হ'ল। যাবার আগে সেই মেঠো ফুলের গানটা শুনিয়ে দাও।

শেখর

গান

যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভূঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি ;
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
স্বপ্নে শোনা সে সুর এ কি
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।

এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ যে মাটির কোলে মাণিক-খসা হাসিরাশি।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী

মহারাজ, বেতসিনী তীরে পিঙ্গরীতে বীণকার সুরসেনের বাস। যখন আপনি সেখানে যাওয়াই স্থির করেচেন তখন সেই সঙ্গে একটা রাজকার্য্যও সম্পন্ন করতে পারেন।

বিজয়াদিত্য

সেখানে রাজকার্য্য আছে না কি?

মন্ত্রী

হাঁ মহারাজ। পিঙ্গরীর রাজা সোমপাল প্রকাশ্য সভায় সর্ব্বদাই মহারাজের নামে স্পর্দ্ধাবাক্য ব্যবহার করে' থাকেন। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

বিজয়াদিত্য

বড় কৌতূহল হচ্চে, মন্ত্রী। স্তুতিবাক্য অনেক শুনেচি, কিন্তু কোনোদিন নিজের কানে স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিনি।

মন্ত্রী

ভগবানের কৃপায় কোনোদিন্ যেন না শুন্‌তে হয়।

বিজয়াদিত্য

রাজা হবার ঐ ত বিড়ম্বনা। পরিহাস করে' তোমরা আমাদের বল পৃথিবীপতি কিন্তু পৃথিবীকে সিংহাসনের মাপে ছোট করে' তোমরা আমাদের খেলনা বানিয়ে দিয়েছ—সব দেখা দেখ্‌তে পাইনে, সব শোনা শোন্‌বার জো নেই।

মন্ত্রী

যাদের সব দেখাই দেখ্‌তে হয়, সব শোনাই শুন্‌তে হয় তা'রাই ত হতভাগ্য।

বিজয়াদিত্য

সেই হতভাগ্যদের দশাই আমি পরীক্ষা করে' দেখ্‌ব। সোমপালের স্পর্দ্ধাবাক্য আমি নিজের কানে শুনব।

মন্ত্রী

তাহ'লে শেখরই মহারাজের সঙ্গে যাবেন, আর কেউ না?

শেখর

না মন্ত্রী, এ-যাত্রায় আমার প্রয়োজন নেই। জান্‌লার দরকার হয় যেখানে প্রাচীর আছে—যেখানে খোলা আকাশ সেখানে জান্‌লায় কি হবে—রাজসভায় কবিকে না হ'লে চলে না।

মন্ত্রী

তোমার কথা বুঝলেম না। (প্রস্থান)

শেখর

মহারাজ, চার দিকের ভ্রূভঙ্গী দেখে বুঝ্‌তে পারচি আপনি

চলে' গেলে কবির পক্ষে এখানে অরাজক হবে। আমিও আপনারই পথ ধরলেম।

বিজয়াদিত্য

ভালো হ'ল কবি, আজ শরতের নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে চলেচি— তুমি সঙ্গে না থাক্‌লে তা'র প্রতিসম্ভাষণের বাণী পেতেম কোথায়?

ঋণ-শোধ

বেতসিনী নদীর তীর

বালকগণ

গান

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি'।
কেয়া পাতায় নৌকো গড়ে'
সাজিয়ে দেব' ফুলে,
তাল দিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চল্‌বে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,

মাধ্‌বি গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর

(ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া)

ছেলেগুলো ত জ্বালালে! ওরে চোবে! ওরে গিরধারী লাল! ধর্‌ত ছোঁড়াগুলোকে ধর্‌ত!
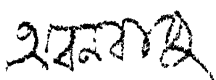
ছেলেরা

(দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া)

ওরে লক্ষীপেঁচা বেরিয়েচে রে, লক্ষীপেঁচা বেরিয়েচে।

লক্ষেশ্বর

হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাক্‌ড়ে আন্‌ত; একটাকেও ছাড়িস্‌নে!

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা

কি হয়েচে লখা দাদা! মার-মূর্ত্তি কেন?

লক্ষেশ্বর

আরে দেখ না! সকাল বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেচে!

ঠাকুরদাদা

আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না! গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে! হায়রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষেশ্বর

গান গাবার বুঝি সময় নেই! আমার হিসাব লিখতে ভুল হ'য়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে!

ঠাকুরদাদা

তা ঠিক। হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা! ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হ'য়ে যায়। ওরে বাঁদরগুলো, আয় ত রে! চল্ তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বস গে। আর হিসেবে ভুল হবে না! (লক্ষেশ্বরের প্রস্থান)

(ছেলেরা ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া নৃত্য)

প্রথম

হাঁ ঠাকুর্দা চল!

দ্বিতীয়

আমাদের আজ গল্প বল্‌তে হবে।

তৃতীয়

না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুর্দার পাঁচালি হবে!

চতুর্থ

বটতলায় না, ঠাকুর্দা আজ পারুলডাঙায় চল!

ঠাকুরদাদা

চুপ, চুপ, চুপ! অমন গোলমাল লাগাস্ যদি ত লখাদাদা আবার ছুটে আস্‌বে!

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর

কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েচে রে!

(ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদাদার প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

কি রে তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ

কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েচে!

লক্ষেশ্বর

মৃত্যু! মৃত্যু হ'লে চল্‌বে কেন? আমার টাকাগুলোর কি হবে?

উপনন্দ

তাঁর ত কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জ্জন করে' তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর

বীণাটি আছে মাত্র। কি শুভ সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ

আমি শুভ সংবাদ দিতে আসিনি! আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেচেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে' আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লঙ্কেশ্বর

বটে। তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মৎলব করেচ। আমি তত বড় গর্দ্দভ নই। আচ্ছা, তুই কি করতে পারিস্ বল্ দেখি।

উপনন্দ

আমি চিত্রবিচিত্র করে' পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাইনে! আমি নিজে উপার্জ্জন করে' যা পারি খাব— তোমার ঋণও শোধ করব।

লঙ্কেশ্বর

আমাদের বীণকারটিও যেমন নির্ব্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখ্‌চি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক একজনের ঐ-রকম মরাই স্বভাব।—আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ

নইলে আবার কি! আমাকে ভয় দেখাচ্চ মিছে! আমার কি আছে যে তুমি আমার কিছু করবে! আমি আমার প্রভুকে

স্মরণ করে' ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়োনা বল্‌চি!

লক্ষেশ্বর

না না ভয় দেখাব না! তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিক মত দিয়ো বাবা! নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তা'র ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

(উপনন্দের প্রস্থান)

ঐ যে, আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে! আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয় সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই ত আমাকে এক সুরঙ্গ হ'তে আর এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে' বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মৎলবটা কি বল্‌ দেখি!

ধনপতি

ছেলেরা আজ সকলেই এই বেতসিনীর ধারে আমোদ করবে বলে' আস্‌চে,—আমাকে ছুটি দিলে আমিও তাদের সঙ্গে খেলি।

লক্ষেশ্বর

বেতসিনীর ধারে! ঐরে খবর পেয়েচে বুঝি। বেতসিনীর ধারেই ত আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না, না, খবরদার বল্‌চি, সে সব না। চল্‌ শীঘ্র চল্‌, নামতা মুখস্থ করতে হবে!

ধনপতি

(নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা।

লক্ষেশ্বর

দিন আবার সুন্দর কি রে! এই রকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর কি! যা বলচি ঘরে যা! (ধনপতির প্রস্থান)। ভারি বিশ্রী দিন! আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে' দেয়। কিছুতে কাজে মন দিতে পারিনে! মনে করচি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়।

কবিশেখরের প্রবেশ

এ লোকটা আবার এখানে কে আসে? কে হে তুমি? এখানে তুমি কি করতে ঘুরে বেড়াচ্চ?

শেখর

আমি সন্ধান করতে বেরিয়েচি।

লক্ষেশ্বর

ভাব দেখে তাই বুঝেচি। কিন্তু কিসের সন্ধানে বল দেখি?

শেখর

সেইটে এখনো ঠিক করতে পারি নি।

লক্ষেশ্বর

বয়স ত কম নয়, তবু এখনো ঠিক হয় নি? তবে কি উপায়ে ঠিক হবে?

শেখর

ঠিক জিনিষে যেদিন চোখ পড়বে।

লক্ষেশ্বর

ঠিক জিনিষ কি এই রকম মাঠে ঘাটে ছড়ানো থাকে।

শেখর

তাইত শুনেচি। ঘরের মধ্যে সন্ধান করে' ত পেলেম না।

লক্ষেশ্বর

লোকটা বলে কি? তুমি ঘরে বাইরে সন্ধান করবার ব্যাবসা ধরেচ—রাজা খবর পেলে যে তোমাকে আর ঘরের বা'র হ'তে দেবে না। পাহারা বসিয়ে দেবে।

শেখর

আমি রাজাকে সুদ্ধ এই ব্যবসা ধরাব—যা মাঠে-ঘাটে ছড়ানো আছে তাই সংগ্রহ করবার বিদ্যে তাঁকে শেখাতে চাই।

লক্ষেশ্বর

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে' বল ত?

শেখর

তাহ'লে একেবারেই বুঝ্‌তে পারবে না।

লক্ষেশ্বর

ওহে বাপু, তোমার ঐ সন্ধানের কাজটা ঠিক আমার এই ঘরের কাছটাতে না হ'য়ে কিছু তফাতে হ'লে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি।

শেখর

আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্চে কেন বল ত?

লক্ষেশ্বর

সত্যি কথা বল্‌ব? তোমাকে দেখে মনে হচ্চে তুমি রাজার

চর। কোথা থেকে কি আদায় করা যেতে পারে রাজাকে সেই সন্ধান দেওয়াই তোমার মৎলব।

শেখর

আদায় করবার জায়গা ত আমি খুঁজি বটে। তোমার বুদ্ধি আছে হে!

লক্ষেশ্বর

আছে বই কি! সেই জন্যেই হাত জোড় করে' বল্‌চি আমার ঘরটার দিকে উঁকি দিয়ো না—আমি তোমাকে খুসি করে' দেব'।

শেখর

তোমার চেহারা দেখেই বুঝেচি সন্ধান করবার মত ঘর তোমার নয়।

লক্ষেশ্বর

আশ্চর্য্য তোমার বুদ্ধি বটে! এ নইলে রাজকর্ম্মচারী হবে কোন্ গুণে? রাজা বেছে বেছে লোক রাখে বটে! অকিঞ্চনের মুখ দেখলেই চিন্‌তে পার?

শেখর

তা পারি। অতএব তোমার ঘরে আমার আনাগোনা চল্‌বে না।

লক্ষেশ্বর

তোমার উপরে ভক্তি হচ্চে। তাহ'লে আর বিলম্ব কোরো না —এইখান থেকে একটুখানি—

শেখর

আমি তফাতেই যাচ্চি—তফাতে যাব বলেই বেরিয়েচি।

(প্রস্থান)

লক্ষেশ্বর

"তফাতে যাব বলেই বেরিয়েচি!" লোকটা যখন কথা কয় সব ঝাপসা ঠেকে। রাজারা স্পষ্ট কথা সহ্য করতে পারে না, তাই বোধ হয় দায়ে পড়ে' এই রকম অভ্যেস করেচে। (প্রস্থান)

(পুঁথি প্রভৃতি লইয়া উপনন্দের প্রবেশ ও একটি কোণে লিখিতে বসা)

ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ

গান

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
শাদা মেঘের ভেলা!

একজন বালক

ঠাকুর্দ্দা, তুমি আমাদের দলে!

দ্বিতীয় বালক

না ঠাকুর্দ্দা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে!

ঠাকুরদাদা

না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে সব হ'য়ে ব'য়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্!

গান

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা।

অন্য দল আসিয়া

ঠাকুর্দ্দা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আন্‌লে না কেন! তোমার সঙ্গে আড়ি। জন্মের মত আড়ি।

ঠাকুরদাদা

এত বড় দণ্ড! নিজেরা দোষ করে' আমাকে শাস্তি। আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আন্‌বি। না ভাই, ~~আজ ঝগড়া না, গান ধর্।~~

ঐ যে সবচেয়ে এসেছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ ও গান

ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে'।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটচে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক

ঠাকুর্দা, ঐ দেখ্ কে আসচে ওকে ত কখনো দেখিনি ।

ঠাকুরদাদা

পাগড়ি দেখে মনে হচ্চে লোকটা পরদেশী ।

প্রথম বালক

পরদেশী ! কি মজা !

দ্বিতীয় বালক

আমি পরদেশী হব ঠাকুর্দা !

তৃতীয় বালক

আমিও হব পরদেশী—কি মজা !

সকলে

আমরা সবাই পরদেশী হব !

প্রথম বালক

আমাদের ঐ-রকম পাগ্‌ড়ি বানিয়ে দাও ঠাকুর্দা, তোমার পায়ে পড়ি ।

শেখরের প্রবেশ

প্রথম বালক

তুমি পরদেশী ?

শেখর

ঠিক বলেচ ।

সকলে

ও বুঝেচি। লক্ষ্মীপেঁচা!

প্রথম বালক

তা'র কোটরের কাছে গেলেই সে ঠোকর দিতে আসে।

দ্বিতীয় বালক

কিন্তু পরদেশী, আমাদের কাছে তোমার কোনো ভয় নেই।

শেখর

বাবা, তাহ'লে তোমাদের মধ্যেই আমার দেশ খুঁজে পাব।

গান

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাক্‌তে জানে।
আশ্বিনে ঐ শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে'।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন করে'
খবর যে তা'র পৌঁছল রে,
ঘরছাড়া ঐ মেঘের কানে।

ঠাকুরদাদা

ও ভাই, আমার জায়গা তোমাকে ছেড়ে দিলেম।

ঠাকুরদাদা

তোমাকে ছাড়চিনে ভাই, নিজের মনের কথা তোমার মুখ থেকে শুনে নেব।

ছেলেরা

আমরা তোমাকে ছাড়ব না।

শেখর

তোমরা ছাড়লে আমিই বুঝি তোমাদের ছাড়ব মনে করচ? একবার চারদিকটা ঘুরে আস্‌চি—কোথায় এলুম একবার বুঝে নিই।

(প্রস্থান)

প্রথম বালক

ঠাকুর্দা, ঐ দেখ, ঐ দেখ সন্ন্যাসী আস্‌চে!

দ্বিতীয় বালক

বেশ হয়েচে, বেশ হয়েচে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেল্‌ব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক

আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে' যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা

আরে চুপ্, চুপ্!

সকলে

সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর!

ঠাকুরদাদা

আরে থাম্ থাম্! ঠাকুর রাগ করবে!

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ

সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব!

সন্ন্যাসী

হা হা হা হা! এ ত খুব ভালো কথা! তারপরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজ্‌ব! এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা!

ঠাকুরদাদা

প্রণাম হই! আপনি কে!

সন্ন্যাসী

আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা

আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী

হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্তে বের হয়েচি।

ঠাকুরদাদা

ও ঠাকুর বুঝেচি! বিস্তের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হাল্কা হ'য়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন!

সন্ন্যাসী

চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে' খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েচে—সেইগুলো খসিয়ে ফেল্‌তে চাই।

ঠাকুরদাদা

বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন! প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেচি—আপনি ত স্বামী অপূর্ব্বানন্দ!

ছেলেরা

সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুর্দ্দা কি মিথ্যা বক্‌চেন! এমনি করে' আমাদের ছুট ব'য়ে যাবে।

সন্ন্যাসী

ঠিক বলেচ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আস্‌চে!

ছেলেরা

তোমার কতদিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী

খুব অল্পদিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে' বেরিয়েচেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে'!

ছেলেরা

ও বাবা, তোমারো গুরুমশায়!

প্রথম বালক

সন্ন্যাসী ঠাকুর, চল আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চল। তোমার যেখানে খুসি!

ঠাকুরদাদা

আমিও পিছনে আছি, ঠাকুর, আমাকেও ভুলোনা !

সন্ন্যাসী

আহা, ও ছেলেটি কে ? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েচে !

বালকগণ

উপনন্দ !

প্রথম বালক

ভাই উপনন্দ, এস ভাই ! আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেচি, তুমিও চল আমাদের সঙ্গে ! তুমি হবে সর্দ্দার চেলা ।

উপনন্দ

না ভাই, আমার কাজ আছে ।

ছেলেরা

কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এস !

উপনন্দ

আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে ।

ছেলেরা

সে বুঝি কাজ ! ভারি ত কাজ ! ঠাকুর, তুমি ওকে বল না ! ও আমাদের কথা শুনবে না কিন্তু উপনন্দকে না হ'লে মজা হবে না ।

সন্ন্যাসী

(পাশে বসিয়া)

বাছা, তুমি কি কাজ করচ ? আজ ত কাজের দিন না !

উপনন্দ

(সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া)

আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করচি।

ঠাকুরদাদা

উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই ?

উপনন্দ

ঠাকুর্দা, আমার প্রভু মারা গিয়েচেন ; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী ; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব'।

ঠাকুরদাদা

হায় হায়, তোমার মত কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়! আর এমন দিনেও ঋণশোধ! ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েচে, এপারে ধানের ক্ষেতের সবুজ চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পূজোর গন্ধ ভরে' উঠেচে, এরি মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে' গেছে এ ও কি চক্ষে দেখা যায় ?

সন্ন্যাসী

বল কি, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! ঐ ছেলেটিই ত আজ সারদার বরপুত্র হ'য়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে' বসেচে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেচেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মত এমন শুভ্র

ফুলটি কি কোথাও ফুটেচে, চেয়ে দেখ ত! লেখ, লেখ, বাবা, তুমি লেখ, আমি দেখি! তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখ্‌চ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ,—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা ত পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি! এমন দিনটা সার্থক হোক্!

ঠাকুরদাদা

আছে আছে চরমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে' যাই না!

প্রথম বালক

ঠাকুর, আমরাও লিখ্‌ব! সে বেশ মজা হবে!

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে!

উপনন্দ

বল কি, ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে!

সন্ন্যাসী

সেই জন্যেই বসে' গেছি। আজ আমরা সব মজা করে' কষ্ট করব! কি বল, বাবাসকল! আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্চে না।

সকলে

(হাততালি দিয়া)

হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের!

প্রথম বালক

দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও!

দ্বিতীয় বালক

আমাকেও একটা দাও না !

উপনন্দ

তোমরা পারবে ত ভাই ?

প্রথম বালক

খুব পারব ! কেন পারব না !

উপনন্দ

শ্রান্ত হবে না ত ?

দ্বিতীয় বালক

কখ্‌খনো না ।

উপনন্দ

খুব ধরে' ধরে' লিখ্‌তে হবে কিন্তু !

প্রথম বালক

তা বুঝি পারিনে ! আচ্ছা তুমি দেখ !

উপনন্দ

ভুল থাক্‌লে চল্‌বে না ।

দ্বিতীয় বালক

কিচ্ছু ভুল থাক্‌বে না ।

প্রথম বালক

এ বেশ মজা হচ্চে ! পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়্‌ব !

দ্বিতীয় বালক

নইলে ওঠা হবে না ।

তৃতীয় বালক

কি বল ঠাকুর্দা, আজ লেখা শেষ ক'রে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ছেলেরা

এই যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী!

শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী

এ কি! তুমি পরদেশী না কি?

শেখর

পর-দেশী আমার সাজমাত্র, আসলে আমি সব-দেশী।

সন্ন্যাসী

সাজের দরকার কি ছিল?

শেখর

রাজাকে সাজ্‌তে হয় সন্ন্যাসী, রাজা যে কি জিনিষ সেই বোঝ্‌বার জন্যে। যে মানুষ সব দেশেই দেশকে খুঁজ্‌তে চায় তা'কে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুর্দা, বুড়ো হ'য়ে বসে' আছেন ওটাও ওঁর সাজমাত্র—উনি যে বালক সেটা উনি বার্দ্ধক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালো করে' চিনে নিচ্চেন।

ঠাকুরদাদা

ভাই, এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে?

শেখর

সাজের ভিতর থেকে মানুষকে খুঁজে বের করা, সেই ত আমার কাজ। ঠাকুর্দা, আমি আগে থাক্‌তে তোমাকে বলে' রাখ্‌চি এই যে মানুষটিকে দেখ্‌চ উনি বড় যে-সে লোক নন্— একদিন হয় ত চিন্‌তে পারবে।

ঠাকুরদাদা

সে আমি কিছু কিছু চিনেচি—নিজের বুদ্ধির গুণে নয় ওঁরি দীপ্তির গুণে।

সন্ন্যাসী

আর এই পরদেশীকে কি রকম ঠেক্‌চে ঠাকুর্দা।

ঠাকুরদাদা

সে আর কি বল্‌ব, যেন একেবারে চিরদিনের চেনা!

সন্ন্যাসী

ঠিক বলেচ, আমার পক্ষেও তাই। কিন্তু আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যেন ওঁকে চেন্‌বার জো নেই। উনি যে কিসের খোঁজে কখন কোথায় ফেরেন তা বোঝা শক্ত!

শেখর

গান

আমি তা'রেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
ও সে আছে বলে'
আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।

কিন্তু আর [illegible]

দ্বিতীয় বালক

না, আর নয়।

সকলে

আজ এই পর্য্যন্ত থাক্।

উপনন্দ

আমাকে বাঁচালে। এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও। তোমরা অন্য খেলা খেলোগে।

প্রথম বালক

আচ্ছা পরদেশী, তুমি এত গান গাও কেন?

শেখর

আর কোনো গুণ যদি থাকৃত তাহ'লে গাইতেম না। ঐ দেখ না কেন, তোমাদের সেই লক্ষ্মীপেঁচা ত গান গায় না।

সকলে

না, সে চেঁচায়।

কবিশেখর

তার মানে, সার বস্তুর দ্বারা ভর্তি হ'য়ে ও একেবারে নিরেট !

দ্বিতীয় বালক

পরদেশী, তোমার দেশের গল্প তুমি আমাদের শোনাবে ?

কবিশেখর

আমার দেশের গল্প ভারি অদ্ভুত।

সকলে

আমরা অদ্ভুত গল্প শুনব।

কবি

আচ্ছা, তা'হলে চল, কোশাই নদীর ধার দিয়ে একবার পারুলডাঙায় তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসিগে। চল্‌তে চল্‌তে গল্প হবে।

সন্ন্যাসী

এই দেখ, ওর সঙ্গে আমরা পারব না—আমাদের সব চেলা ভাঙিয়ে নিলে।

শেখর

ভাঙিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু টিঁকিয়ে রাখা শক্ত। এখনি ফিরে আসবে। (বালকদলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কি নাম ছিল?

উপনন্দ

সুবসেন্।

সন্ন্যাসী

সুবসেন! বীণাচার্য্য!

উপনন্দ

হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জান্‌তে?

সন্ন্যাসী

আমি তাঁর বীণা শুন্‌ব আশা করেই এখানে এসেছিলাম।

উপনন্দ

তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল?

ঠাকুরদাদা

তিনি কি এত বড় গুণী? তুমি তাঁর বাজনা শোন্‌বার জন্যেই এ দেশে এসেচ? তবে ত আমরা তাঁকে চিনি নি?

সন্ন্যাসী

এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা

এখানকার রাজা ত কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চোখেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুন্‌লে?

সন্ন্যাসী

তোমরা হয় ত জান না বিজয়াদিত্য বলে' একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা

বল কি ঠাকুর ! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে' বিজয়াদিত্যের নাম জান্‌ব না এও কি হয় ? তিনি যে আমাদের চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌।

সন্ন্যাসী

তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলাম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখ্‌বার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা

হায় হায়, এত বড় লোকের আমরা কোনো আদর কর্‌তে পারি নি !

সন্ন্যাসী

বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কি রকমে সম্বন্ধ হ'ল ?

উপনন্দ

ছোট বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে' প্রবেশ কর্‌ছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে' তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে' আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি

তখনি মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বল্লেন, এস বাবা, আমার ঘরে এস। সেই দিন থেকে ছেলের মত তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেচেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেচে তিনি কান দেননি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তাহ'লে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে' আপনার হাতে দিতে পারব; তিনি বল্লেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্চি। এই বলে' আমাকে রং দিয়ে চিত্র করে' পুঁথি লিখ্‌তে শিখিয়েচেন। যখন অত্যন্ত অচল হ'য়ে উঠ্‌ত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আস্‌তেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জান্‌ত।

সন্ন্যাসী

স্থরসেনের বীণা শুন্‌তে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনো-দিন ভুল্‌ব না। বাবা, লেখ, লেখ! আমরা ততক্ষণ আমাদের দলবলের খবর নিয়ে আসি গে। (প্রস্থান)

শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ

শেখর

বিজয়াদিত্যকে তুমি হার মানাতে চাও তাহ'লে আগে ঐ অপূর্ব্বানন্দ সন্ন্যাসীকে বশ কর। রাজা সোমপাল, তিনিও নিশ্চয় তোমার মনের কথা জানেন।

সোমপাল

কোথায় তাঁকে পাব ?

শেখর

তিনি এখানেই এসেচেন আমি জানি। কাছাকাছি কোথাও আছেন।

সোমপাল

দেখ আমি লোক চিনি। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্চে তোমার দ্বারা আমার কাজ উদ্ধার হবে।

শেখর

তা হ'তেও পারে, অসম্ভব নয়। বিজয়াদিত্যকে বশ করবার ফন্দী আমি হয় ত তোমাকে কিছু কিছু বলে' দিতে পারব।

সোমপাল

দেখ, তোমাকে আমি রাজমন্ত্রী করে' দেব।

শেখর

আমার যদি মন্ত্রণা চাও তাহ'লে আমাকে মন্ত্রী কোরো না। মন্ত্রণা দেওয়াই যার কাজ তা'র মন্ত্রণা কোনো রাজার ভালো লাগে না। বিজয়াদিত্যের সভায় যে একজন কবি আছে আমি দেখেচি—

সোমপাল

আরে ছি ছি, সে-ও আবার কবি হ'ল! ঐ ত রায়শেখরের কথা বল্‌চ ?

শেখর

হাঁ সেই বটে।

সোমপাল

সে আমার বিদূষকেরও যোগ্য নয়।

শেখর

একেবারেই নয়।

সোমপাল

বিজয়াদিত্য যেমন রাজা তা'র কবিটিও তেম্‌নি।

শেখর

তাই ত অনেকে বলে। তোমার সভায় তা'কে—

সোমপাল

আমার সভায় যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ কিছুতেই—

শেখর

নিশ্চয়ই! ততক্ষণ সে—

সোমপাল

সে-কথা পরে হবে। এখন সন্ন্যাসীকে তুমি খুঁজে বের কর; দেখা হ'লেই তা'কে আমার রাজসভায় পাঠিয়ে দিয়ো, বিলম্ব কোরো না। আমি বরঞ্চ আমার দূতকে পাঠিয়ে দিচ্চি। (উভয়ের প্রস্থান)

সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী

উপনন্দ, ঐ যে পরদেশী এসেচে ওকে দেখে তোমার মনে হয় না কি, তোমার আচার্য্য সুরসেনেরই ও জুড়ি?

উপনন্দ

আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন তাঁরই বীণা শুন্‌চি।

সন্ন্যাসী

তুমি যেমন তাঁকে পেয়েছিলে তেমনি করেই এই মানুষটিকে পাবে।

উপনন্দ

উনি কি আমাকে নেবেন?

সন্ন্যাসী

ওর মুখ দেখেই কি বুঝ্‌তে পার নি?

উপনন্দ

পেরেচি। আমার প্রভুই বুঝি ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েচেন।

লক্ষেশ্বর

আ সর্ব্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে' গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি তাই পরের ঋণ শুধতে এসেচে। তা ত নয় দেখ্‌চি! পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যবসা! আমার গজমোতির খবর পেয়েচে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেচে দেখ্‌চি! সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে! উপনন্দ!

উপনন্দ

কি!

লক্ষেশ্বর

ওঠ্ ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে! এখানে কি করতে এসেচিস্?

উপনন্দ

অমন করে' চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা না কি?

লক্ষেশ্বর

এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কিহে বাপু! ভারি সেয়ানা দেখ্‌চি! তুমি বড় ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে! আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেচ—কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ

আমি ত সেই জন্যেই এখানে পুঁথি লিখ্‌তে এসেচি।

লক্ষেশ্বর

সেই জন্যেই এসেচ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করচ বাপু! আমি কি শিশু!

সন্ন্যাসী

কেন বাবা, তুমি কি সন্দেহ করচ?

লক্ষেশ্বর

কি সন্দেহ করচি! তুমি তা কিছু জান না! বড় সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার!

ঠাকুরদাদা

আরে কি বলিস্ লখা? আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ

এই রং-বাটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব' না। টাকা হয়েচে বলে' অহঙ্কার! কা'কে কি বল্‌তে হয় জান না!

(সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন)

সন্ন্যাসী

আরে কর কি ঠাকুরদাদা, কর কি বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে! যেম্‌নি দেখেচে অম্‌নি ধরা পড়ে' গেছি! ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না!

লক্ষেশ্বর

না, ঠিক ঠাওরাতে পাচ্চিনে! হয় ত ভালো করিনি! আবার শাপ দেবে, কি, কি করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধুলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর,—হঠাৎ চিন্‌তে পারিনি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে' একটা সন্ন্যাসী আছে আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি! ঠাকুর্দা, তুমি এক কাজ কর! সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব'। আমি চল্লেম বলে'। তোমরা এগোও!

ঠাকুরদাদা

তোমার বড় দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেচেন!

সন্ন্যাসী

বল কি ঠাকুর! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবেই বে কি! বাবা লক্ষেশ্বর, চল তোমার ঘরে!

লক্ষেশ্বর

আমি পরে যাচি. তোমরা এগোও! উপনন্দ, তুমি আগে ওঠ! ওঠ, শীঘ্র ওঠ বলচি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র!

উপনন্দ

আচ্ছা তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না!

লক্ষেশ্বর

না থাক্‌লেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কি! এত দিন ত আমার বেশ চল্‌’ যাচ্ছিল!

উপনন্দ

আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তা'র থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস্ চুকে গেল!

(প্রস্থান)

লক্ষেশ্বর

ওরে! সব বোড়লওয়ার আসে কোথা থেকে। রাজা আমার গজমোতির খবর পেলেন৷ কি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো! এখন কি করি! (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বস—এই যে এইখানে—আর একটু বাঁ দিকে সরে' এস—এই হয়েচে। খুব চেপে বস! রাজাই আসুক

আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না!
তাহ'লে আমি তোমাকে খুসি করে' দেব'!

ঠাকুরদাদা

আরে লথা করে কি! হঠাৎ খেপে গেল না কি!

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই! আমাকে দেখ্‌লেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে' যায়। শত্রুরা লাগিয়েচে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেচি—শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেচেন তা'র ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন প্রজাদের জলদান করচেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিৎ কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমতে পারিনে!

(প্রস্থান)

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত

সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রণাম হই! আপনিই ত অপূর্ব্বানন্দ!

সন্ন্যাসী

কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই ত জানে!

দূত

আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চারদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী

যখনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনি আমাকে দেখতে পাবেন।

দূত

আপনি তাহ'লে যদি একবার—

সন্ন্যাসী

আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হ'য়ে বসে' থাক্‌ব। অতএব আমার মত অকিঞ্চন অকর্ম্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তাহ'লে তাঁকে এইখানেই আস্‌তে হবে।

দূত

রাজোদ্যান অতি নিকটেই—ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করচেন।

সন্ন্যাসী

যদি নিকটেই হয় তবে ত তাঁর আস্‌তে কোনো কষ্ট হবে না।

দূত

যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাইগে!

(প্রস্থান)

ঠাকুরদাদা

প্রভু, এখানে, রাজসমাগমের সম্ভাবনা হ'য়ে এল আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখ, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা

রাজার উৎপাতই ঘটুক্ আর অরাজকতাই হোক্ আমি ও চরণ ছাড়ছিনে।

(প্রস্থান)

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর তুমিই অপূর্ব্বানন্দ। তবে ত বড় অপরাধ হ'য়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী

তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেচ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর

বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে ত সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কি হবে! আমাকে একটা কিছু ভালো রকম বর দিতে হচ্চে! যখন দেখা পেয়েচি তখন শুধুহাতে ফিরচিনে।

সন্ন্যাসী

কি বর চাই!

লক্ষেশ্বর

লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কি না আমার অল্প অল্প কিছু জমেচে—সে অতি যৎসামান্য—তা'তে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা ত মিটচে না। শরৎকাল এসেচে, আর ঘরে

থাক্‌তে পারচিনে—এখন বাণিজ্যে বেরুতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হ'তে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে' দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়!

সন্ন্যাসী

আমিও সেই সন্ধানেই আছি আর যেন ঘুরতে না হয়।

লক্ষেশ্বর

বল কি ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

আমি সত্যই বল্‌চি!

লক্ষেশ্বর

ওঃ তবে সেই কথাটাই বল! বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা!

সন্ন্যাসী

তা'র সন্দেহ আছে!

লক্ষেশ্বর

(কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে)

সন্ধান কিছু পেয়েচ?

সন্ন্যাসী

কিছু পেয়েচি বই কি! নইলে এমন করে' ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষেশ্বর

(সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া)

বাবাঠাকুর, আর একটু খোলসা করে' বল! তোমার পা

ছুঁয়ে বল্‌চি আমি তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব' না! কি খুঁজ্‌চ বল ত, আমি কাউকে বল্‌ব না!

সন্ন্যাসী

তবে শোন! লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর

ও বাবা, সে ত কম কথা নয়! তাহ'লে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ ত তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেচ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে' আন তাহ'লে লক্ষ্মীকে আর তোমায় খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুণটিকে ত জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাক্‌বে। তা তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠ্‌বে? এতে ত খরচপত্র আছে। এক কায কর না বাবা, আমরা ভাগে ব্যবসা করি।

সন্ন্যাসী

তাহ'লে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হ'তে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর

সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী

সব ব্যবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যবসা চল্‌বে।

লক্ষেশ্বর

শেষকালে দুকূল যাবে না ত? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তাহ'লে তোমার তল্পি ব'য়ে তোমার পিছন পিছন চল্‌তে রাজি আছি। সত্যি বল্‌চি ঠাকুর, কারো কথায় বড় সহজে বিশ্বাস করিনে—কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগ্‌চে! আচ্ছা। আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব। ঐরে রাজা আস্‌চে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াইগে।

বন্দিগণের গান

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি
সঙ্কটশরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে॥

রাজার প্রবেশ

রাজা

প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

জয় হোক, কি বাসনা তোমার।

রাজা

সে-কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হ'তে চাই প্রভু।

সন্ন্যাসী

তাহ'লে গোড়া থেকে সুরু কর। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও!

রাজা

পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তা'র সামন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারব না।

সন্ন্যাসী

রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে-ব্যক্তি অসহ্য হ'য়ে উঠেচে।

রাজা

বল কি ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

এক বর্ণও মিথ্যা বল্‌চি নে। তা'কে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করচি।

রাজা

তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েচ?

সন্ন্যাসী

তাই বটে!

রাজা

মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে?

সন্ন্যাসী

অসম্ভব নেই।

রাজা

তাহ'লে ঠাকুর আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব'! যদি সে বশ মানে তাহ'লে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী

তা বেশ, সেই চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌কে আমি তোমার সভায় ধরে' আনব।

রাজা

কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করচে না। শরৎকাল এসেচে— সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্ব্বাদ কর তাহ'লে—

সন্ন্যাসী

কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তা'কে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এইত উপযুক্ত কাল। তুমি তা'কে নিয়ে কি করবে?

রাজা

আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব'—তা'র অহঙ্কার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী

এ ত খুব ভালো কথা! যদি তা'র অহঙ্কার চূর্ণ করতে পার তাহ'লে ভারি খুসি হব।

রাজা

ঠাকুর, চল আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী

সেটি পারচিনে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিছু ভেব না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে' বলেচ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্চে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে' উঠেচে তা ত আমি জানতেম না।

রাজা

তবে বিদায় হই। প্রণাম।

(প্রস্থান)

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া)

আচ্ছা ঠাকুর, তুমি ত বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে' বল দেখি, লোকে তা'র সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য ?

সন্ন্যাসী

কিছুমাত্র না! লোকে তা'কে একটা মস্ত রাজা বলে' মনে করে কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মত। তা'র সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

রাজা

বল কি ঠাকুর, হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ নিতান্তই সাধারণ মানুষ!

সন্ন্যাসী

আমার ইচ্ছে আছে আমি তা'কে সেইটে আচ্ছা করে' বুঝিয়ে দেব'। সে যে রাজার পোষাক পরে' ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু বলে' মনে করে আমি তা'র সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব'।

রাজা

ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে' দাও! ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড় অহঙ্কার হয়েচে!

সন্ন্যাসী

আমি ত সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

রাজা

প্রণাম। (প্রস্থান)

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ

ঠাকুর, আমার মনের ভার ত গেল না!

সন্ন্যাসী

কি হ'ল বাবা!

উপনন্দ

মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেচে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে

ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তা'র ধূলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠ্‌ল—অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হ'ল সে আমি বল্‌তে পারিনে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে' বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগ্‌ল। মনে হ'ল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেচি। লঙ্কেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হ'য়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি! ঠাকুর, এ ত আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্চে না! ইচ্ছে করচে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি! আমি তোমাকে মিথ্যা বল্‌চিনে—তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তাহ'লে আমার খুব আনন্দ হবে,—মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হ'ল!

সন্ন্যাসী

আবা, তুমি যা বল্‌চ সত্যই বল্‌চ!

দেখি, উপনন্দ

সত্য? ঠাকুর, তুমি ত অনেক দেশ ঘুরেচ আমার মত অকর্ম্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিন্‌তে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তাহ'লেই ঋণটা শোধ হ'য়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তাহ'লে বালক বলে' ছোট জাত বলে' সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী

না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝ্‌বে না। আমি ভাবচি কি যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে' রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ

বিক্রমাদিত্য ? তিনি যে আমাদের সম্রাট্ !

সন্ন্যাসী

তাই না কি ?

উপনন্দ

তুমি জান না বুঝি ?

সন্ন্যাসী

তা হবে। না হয় তাই হ'ল !

উপনন্দ

আমার মত ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিন্‌বেন ?

সন্ন্যাসী

বাবা, বিনামূল্যে কেন্‌বার মত ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তাহ'লে, বিনামূল্যেই কিন্‌বেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে' না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বল্‌চি।

উপনন্দ

ঠাকুর এও কি সম্ভব ?

সন্ন্যাসী

বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তা'র চেয়ে বড় সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই ?

উপনন্দ

আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় ত হবে, কিন্তু আমি ততদিন

পুঁথিগুলি নকল করে' কিছু কিছু শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড় গ্লানি হচ্চে।

সন্ন্যাসী

ঠিক কথা বলেচ বাবা! বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারো প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়োনা।

উপনন্দ

তাহ'লে চল্লেম ঠাকুর! তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে' উঠতে পারিনে। (প্রস্থান)

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখ্‌লেম—পারব না! তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় করে' মরব। আমার বেশি আশায় কাজ নেই!

সন্ন্যাসী

সে-কথাটা বুঝ্‌লেই হ'ল।

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠ্‌তে হচ্চে!

সন্ন্যাসী

(উঠিয়া)

তাহ'লে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল!

লক্ষেশ্বর

(মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া)

ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চারদিকে ভূতের মত ঘুরে বেড়িয়েচি। এই যে গজমোতি, এ আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্য্যন্ত কেবলি এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েচি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হাল্কা হ'ল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) না হ'লনা! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিষ একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেচি আমার বুকের ভিতরে যেন গুর্‌গুর্ করচে! আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বল ত? তাকে বিক্রী করতে গেলে সে ত দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মুস্কিল হয়েচে! আমি এটা বেচ্‌তেও পারচিনে, রাখ্‌তেও পারচিনে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী

সব সময়ে কি তা'কে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর

সেই ত মুস্কিলের কথা! আমি দেখ্‌চি এটা মাটিতেই পোঁতা থাক্‌বে, হঠাৎ কোন্‌দিন মরে' যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী

রাজাও না, সম্রাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে! তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে!

লক্ষেশ্বর

তা নিক্‌গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয় আমি মরে' গেলে কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয় ত খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক্‌ ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড় ভালো লাগ্‌ল। আমার কেমন মনে হচ্চে ওটা তুমি হয় ত খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক্‌গে, আমি তোমার চেলা হ'তে পারব না! প্রণাম!

(প্রস্থান)

ঠাকুরদাদা ~~ও শেখরের~~ প্রবেশ

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দা ~~ওহে পরিদেশী~~, তুমি ত মানুষের ভিতরকার মৎলব সব দেখ্‌তে পাও। তুমি জান আমি বেরিয়েছিলুম বিশ্বের ঋণ শোধ করতে।

ঠাকুরদাদা

কি ঋণ প্রভু আমাকে একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন না।

সন্ন্যাসী

আনন্দের ঋণ ঠাকুর্দা! শরতে যে সোনার আলোয় সুধা ঢেলে দিয়েচে—তা'র শোধ করতে চাই যদি ত হৃদয় ঢেলে দিতে হবে। ~~ওহে উদাসী, তুমি বল কি?~~

শেখর

গান

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া
তোমায় আমায়
জনম জনম এই চলেচে
মরণ কভু তা'রে থামায় ?
যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি,
আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায় ।
ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা
তার ধারি ধার,
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে
শোধ করি তা'র ।
আমার শরৎ রাতের শেফালি বন
সৌরভেতে মাতে যখন,
তখন পাল্‌টা সে তান আসে তব
শ্রাবণ রাতের প্রেম বরিষায় ।

এমনি করে চক্র চলেছে —
পাচ্ছি আবার দিচ্ছি ।

সন্ন্যাসী

এই ঋণ শোধের ছবি আমি দেখে নিলেম ঐ উপনন্দের মধ্যে ।
ঐ ত প্রেমের ঋণ প্রেম দিয়ে শুধ্‌চে । ~~উপনন্দকে তুমি দেখেচ ?~~

~~শেখর~~

~~হাঁ তা'কে দেখে নিয়েচি, বুকেও নিয়েচি । ছেলেদের মুখে~~

উপনন্দ আর ঠাকুর্দা এই দুই নাম বাজ্‌চে। তাদের কাছ থেকে ওর সব খবর পেলুম।

সন্ন্যাসী

ওকে সবাই ভালবাসে, কেন না ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর

ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখ্‌বে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের ক্ষেত আজ সবুজ ঐশ্বর্য্যে ভরে' উঠেচে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েচে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে' দিলে। তাইত চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী

ঠিক বলেচ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা ক্ষেতের ফসল ফলিয়ে তুল্‌লে।

শেখর

ঐ দুঃখের রতনমালা বিশ্বের কণ্ঠে ঝলমল্ করচে।

গান

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননি গো, গাঁথ্‌ব তোমার
গলার মুক্তাহার।

চন্দ্রসূর্য্য পায়ের কাছে
মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলঙ্কার।
ধনধান্য তোমারি ধন
কি করবে তা কও,
দিতে চাও ত দিয়ো আমায়,
নিতে চাও ত লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিষ,
খাঁটি রতন তুই ত চিনিস্,
তোর প্রসাদ দিয়ে তা'রে কিনিস্
এ মোর অহঙ্কার॥

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

এই যে, এ লোকটি এখানে এসে জুটেচে। (চোখ টিপিয়া) ঠাকুর্দ্দা, এঁকে চিন্‌তে পেরেচ কি, ইনি একজন সন্ধানী লোক।

শেখর

সেই জন্যেই ত তোমাকে ছেড়ে এখন এঁকে ধরেচি।

লক্ষেশ্বর

এঁকে দেখে ঠাউরেচ ওঁর সঞ্চয় কিছু আছে, আমার মত অকিঞ্চন না।

ঠিক বলেছ। [illegible] আছি, আমার না করে' ছাড়তেন।

লক্ষেশ্বর

কিন্তু এতক্ষণ তোমরা নির্জনে বসে চুপিচুপি কি পরামর্শ করছিলে বল দেখি?

সন্ন্যাসী

আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর

হাঃ! এরই মধ্যে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্ম আমদানী করবে? তবেই হয়েছে! তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু এসব কি ঠাকুর্দার কর্ম? ওঁর পুঁজিই বা কি?

সন্ন্যাসী

তুমি খবর পাওনি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়! ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর

(ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া)

সত্যি না কি ঠাকুর্দা? বড় ত ফাঁকি দিয়ে আসচ! তোমাকে ত চিনতেম না! লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে ত

স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না! তাহ'লে এতদিনে থানাতল্লাসী পড়ে' যেত। আমি ত, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখিনে।

ঠাকুরদাদা

তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্দ্ধস্বরে চোবে, ভোজপুরী, গিরধারীলালকে হাঁক পাড়ছিলে!

লক্ষেশ্বর

যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্দ্ধস্বরের জোরেই আসর গরম করে' তুলতে হয়! কিন্তু বলে' ত ভালো করলেম না! মানুষের সঙ্গে কথা কবার ত বিপদই ঐ! সেই জন্যেই কারো কাছে ঘেঁসি নে! দেখো দাদা, ফাঁস করে' দিয়োনা!

ঠাকুরদাদা

ভয় নেই তোমার!

লক্ষেশ্বর

ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই! ঐ যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসচে! ঐ দেখচ না দূরে—আকাশে যে ধূলো উড়িয়ে দিয়েচে! সবাই খবর পেয়েচে স্বামী অপূর্ব্বানন্দ এসেচেন। এবার পায়ের ধূলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্য্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক্ তুমি যে-রকম আল্‌গা মানুষ দেখ্‌চি, সেই কথাটা আর কারো কাছে ফাঁস কোরোনা—অংশীদার আর বাড়িয়োনা!

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দা, আর ত দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে

আরম্ভ করেচে, পুত্র দাও ধন দাও করে' আমাকে একেবারে মাটি করে' দেবে! ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাক। তা'রা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা

ছেলেদের আর ডাক্‌তে হবে না। ঐ যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্চে! এল বলে'!

(দ্রুত প্রস্থান)

কবিকে সঙ্গে লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা

সন্ন্যাসী ঠাকুর! সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

কি বাবা!

ছেলেরা

তুমি আমাদের নিয়ে খেল!

সন্ন্যাসী

সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও!

ছেলেরা

কি খেলা খেল্‌বে?

সন্ন্যাসী

আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক

সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক

সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক

সে কি খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক

সে কেমন করে' খেল্‌তে হয়?

সন্ন্যাসী

এই পরদেশীকে তোমাদের সহায় কর, এ মানুষটি সকল খেলাই খেল্‌তে জানে।

প্রথম বালক

সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক

পরদেশী, তুমি বলে' দাও আমাদের কি করতে হবে।

কবি

আচ্ছা, তাহ'লে চল তোমাদের সাজিয়ে নিয়ে আসিগে

(বালকগণকে লইয়া কবির প্রস্থান)

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি

ওরে সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে !

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

ঠাকুরদাদা

এই যে আমাদের সন্ন্যাসী !

প্রথম ব্যক্তি

ও যেন খেলার সন্ন্যাসী ! সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন !

সন্ন্যাসী

সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে। আমি একদল ছেলেকে নিয়ে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি

ও তোমার কি-রকম খেলা গা !

দ্বিতীয় ব্যক্তি

ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি

~~কেন কেন তোমার এটা কেন~~ !

চতুর্থ ব্যক্তি

ওরে দেখ্ না গেরুয়া পরেচে ! কিন্তু এটা দামী জিনিষ রে।

প্রথম ব্যক্তি

বাবা, তোমার এই সখের সন্ন্যাসীর সাজ কেন?

সন্ন্যাসী

আমি যে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কবির কাছে? এ যে শুনি নতুন কথা। আমাদের গাঁয়ে আছে ভূষণ কবি, কৈবর্তের পো, লেখে ভালো, কিন্তু দীক্ষা দিতে এলে তা'র ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতুম না!

প্রথম ব্যক্তি

তবে যে আমাদের কে একজন বল্‌লে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেচে!

সন্ন্যাসী

যদি-বা এসে থাকে তা'কে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কেন? সে ভণ্ড না কি?

সন্ন্যাসী

তা নয় ত কি?

তৃতীয় ব্যক্তি

বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেচ?

সন্ন্যাসী

শেখ্‌বার ইচ্ছা ত আছে কিন্তু শেখায় কে ?

তৃতীয় ব্যক্তি

একটা লোক আছে বাবা—সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তা'র বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কি, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে' দিলে। বল্‌লে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাস্‌চ কি, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেচে! সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তা'কে দুবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হ'য়ে গেল! বিদ্যে যদি শিখ্‌তে চাও ত সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও!

প্রথম ব্যক্তি

ওরে চল্‌ রে বেলা হ'য়ে গেল! সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে! সে-কথা আমি ত তখনি বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সে-রকম যোগবল আছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

সে ত সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বল্‌লে তা'র ভাগ্‌নে নিজে চক্ষে দেখে এসেচে সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কল্‌কেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তা'র মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল।

তৃতীয় ব্যক্তি

বল কি, নিজের চক্ষে দেখচে ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি

হাঁরে, নিজের চক্ষে বৈ কি !

তৃতীয় ব্যক্তি

আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে ; ভাগ্যে যদি থাকে তবে ত দর্শন পাব। তা চল্‌না ভাই, কোন্‌দিকে গেল একবার দেখে আসিগে !

(প্রস্থান)

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

দেখ ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও ত ভালো হবে না বল্‌চি। কি মুস্কিলেই ফেলেচ, আমার হিসাবের খাতা মাটি হ'য়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক্‌গে ও-সব বাজে কথা ! একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে ঠাকুর্দ্দাই জিতলে বা, আবার ভাবি মরুক্‌গে ঠাকুর্দ্দা ! ঠাকুর, এ ত ভালো কথা নয় ! চেলা-ধরা ব্যবসা দেখ্‌চি তোমার ! কিন্তু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না ! চুপ করে' হাস্‌চ কি ! আমি বল্‌চি আমাকে পারবে না—আমার শক্ত হাড় ! লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরেতে ভিড়বে না !

(প্রস্থান)

ফুল লইয়া ছেলেদের সঙ্গে শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী

এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেচ দেখ্‌চি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র। এবারে সকলে মিলে শারদোৎসবের আবাহন গানটি ধর। কবি, তুমি ধরিয়ে দাও। ঠাকুর্দা, তুমিও যোগ দিয়ো।

গান

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসগো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে!
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,

ফিরিয়েছে নবীন আলো গাহিবারে
তোমার চরণপুরে।
গুঞ্জন তান তুলিয়া তোমার
সোনার বীণার তারে,
মৃদু মধু ঝঙ্কারে,
হাসিঢালা সুর রণিয়া রণিয়া
ক্ষণিক অন্ধকারে,
রহিয়া রহিয়া যে সুরলহরী
ঝলকে অলসক্ষণে,
পলকের তরে সুকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হ'য়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলো॥

শেখর সন্ন্যাসী

পৌঁছেচে, গান আকাশের পারে। [illegible]। দ্বার খুলেচে তাঁর! দেখ্‌তে পাচ্ছ কি, [illegible]! দেখ্‌তে পাচ্ছ না! আচ্ছা তাহ'লে আগে ধ্যানে [illegible] নিই।

গান

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া,
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে
কোন্ সুদূরের ধন।

ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন!
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া॥

এবারে আর দেখ্‌তে পাইনি বল্‌বার জো নেই

প্রথম বালক

কই দেখিয়ে দাও না।

শেখর

ঐ যে শাদা মেঘ ভেসে আস্‌চে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ ভেসে আস্‌চে!

তৃতীয় বালক

হাঁ আমিও দেখেচি!

শেখর

ঐ যে আকাশ ভরে' গেল!

প্রথম বালক

কিসে ?

শেখর

কিসে ! এই ত স্পষ্টই দেখা যাচ্চে আলোতে, আনন্দে ! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্চ না ?

দ্বিতীয় বালক

হাঁ পাচ্চি।

শেখর

তবে আর কি ! চক্ষু সার্থক হয়েচে, শরীর পবিত্র হয়েচে, মন প্রশান্ত হয়েচে। এসেচেন, এসেচেন, আমাদের মাঝখানেই এসেচেন। দেখ্‌চ না বেতসিনী নদীর ভাবটা ! আর ধানের ক্ষেত কি রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে ! এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও।

গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে !

শেখর

সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে আসিগে।

(ছেলেদের লইয়া গাহিতে গাহিতে কবির প্রস্থান)

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা

এ কি হ'ল! লখা গেরুয়া ধরেচে যে!

লক্ষেশ্বর

সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো—এই আমার মণি-মাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো!

সন্ন্যাসী

তোমার এমন মতি কেন হ'ল লক্ষেশ্বর?

লক্ষেশ্বর

সহজে হয়নি প্রভু! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আস্চে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে? তোমার গায়ে ত কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্ত তোমার কাছেই রাখ্লেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা কর বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

রাজার প্রবেশ

রাজা

সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

বোম্, বোম্, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েচ! একটু বিশ্রাম কর!

রাজা

বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েচে—তাঁর সৈন্যদল আসচে!

সন্ন্যাসী

বল কি! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টি'কতে দেয়নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েচেন।

রাজা

কি সর্ব্বনাশ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েচেন!

সন্ন্যাসী

বাবা, এতে দুঃখিত হ'লে চল্‌বে কেন? তুমিও ত রাজ্যবিস্তার করবার উদ্যোগে ছিলে!

রাজা

না, সে হ'ল স্বতন্ত্র কথা! তাই বলে' আমার এই রাজ্যটুকুতে —তা সে যাই হোক্, আমি তোমার শরণাগত! এই বিপদ হ'তে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েচে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেচি; তুমি তাঁকে বোলো সে-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্ব্বৈব মিথ্যা! আমি কি এমনি উন্মত্ত? আমার রাজচক্রবর্ত্তী হবার দরকার কি? আমার শক্তিই বা এমন কি আছে?

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দা!

ঠাকুরদাদা

কি প্রভু ?

সন্ন্যাসী

দেখ, আমি গেরুয়া পরে' এবং গুটিকতক ছেলেকেমাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আর ঐ চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌টা তা'র সমস্ত সৈন্যসমস্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে ! লোকটা কি-রকম দুর্ভাগা দেখেছ !

রাজা

চুপ কর, চুপ কর ঠাকুর ! কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে !

সন্ন্যাসী

ঐ বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

রাজা

আরে চুপ, চুপ ! তুমি সর্ব্বনাশ করবে দেখ্‌চি ! তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক সে তুমি মনেই রেখে দাও !

সন্ন্যাসী

তোমার সঙ্গে পূর্ব্বেও ত সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হ'য়ে গেছে।

রাজা

কি মুস্কিলে পড়লেম ! সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্ না ! ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে' বসে' কি শুনচ ! এখান থেকে যাও না !

[illegible]

[illegible] কি [illegible]। একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। [illegible] না বাজালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি কি ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার [illegible] নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী

জয় হোক্ মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী বিজয়াদিত্য !

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

সোমপাল

আরে করেন কি, করেন কি। আমাকে পরিহাস করচেন নাকি ! আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী

মহারাজ, সময় ত অতীত হয়েচে এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, পূর্ব্বেই ত বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েচি কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেচেন।

ঠাকুরদাদা

প্রভু এ কি কাণ্ড ! আমি ত স্বপ্ন দেখ্‌চিনে !

সন্ন্যাসী

স্বপ্ন তুমিই দেখ্‌চ কি এঁরাই দেখ্‌চেন তা নিশ্চয় করে' কে বল্‌বে ?

ঠাকুরদাদা

তবে কি—

সন্ন্যাসী

হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই ত জানেন !

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমিই ত তবে জিতেচি ! এই কয়দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েচি তা এঁরা পর্য্যন্ত পাননি ! কিন্তু বড় সঙ্কটে ফেল্‌লে ত ঠাকুর !

লক্ষেশ্বর

আমিও বড় সঙ্কটে পড়েচি মহারাজ ! আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েচি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্চিনে !

সোমপাল

মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন ?

সন্ন্যাসী

না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা

মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েচেন আজ তা'র পরিচয় পাওয়া গেল। আজ আমার হার মেনে আনন্দ।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ

ঠাকুর! এ কি, রাজা যে! এরা সব কারা!

(পলায়নোদ্যম)

সন্ন্যাসী

এস, এস, বাবা, এস! কি বলছিলে বল! (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সাম্‌নে বল্‌তে লজ্জা করচ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও! তোমরাও—

উপনন্দ

সে কি কথা! ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বল্‌তে এসেছিলেম এই ক'দিন পুঁথি লিখে আজ তা'র পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েচি। এই দেখ!

সন্ন্যাসী

আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবচ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্ম দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেচি এ আমার তারি দক্ষিণা। কি বল বাবা!

উপনন্দ

ঠাকুর তুমি নেবে?

সন্ন্যাসী

নেব বই কি ! তুমি ভাবৃচ সন্ন্যাসী হয়েচি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই ? এ-সব জিনিষে আমার ভারি লোভ !

লক্ষেশ্বর

সর্ব্বনাশ ! তবেই হয়েচে ! ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে' বসে' আছি দেখ্‌চি !

সন্ন্যাসী

ওগো শ্রেষ্ঠী !

শ্রেষ্ঠী

আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী

এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুণে দাও !

শ্রেষ্ঠী

যে আদেশ !

উপনন্দ

তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন ?

সন্ন্যাসী

উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কি ! তুমি আমার !

উপনন্দ

(পা জড়াইয়া ধরিয়া)

আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হ'ল।

সন্ন্যাসী

ওগো সুভূতি !

মন্ত্রী

আজ্ঞা !

সন্ন্যাসী

আমার পুত্র নেই বলে' তোমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ করুতে। এবারে সন্যাসধর্ম্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেচি।

লক্ষেশ্বর

হায় হায় আমার বয়স বেশি হ'য়ে গেছে বলে' কি সুযোগটাই পেরিয়ে গেল !

মন্ত্রী

বড় আনন্দ। তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী

ইনি যে-গৃহে জন্মেচেন সে গৃহে জগতের অনেক বড় বড় বীর জন্মগ্রহণ করেচেন—পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব।' লক্ষেশ্বর !

লক্ষেশ্বর

কি আদেশ !

সন্ন্যাসী

বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেচি এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তাহলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!

সন্ন্যাসী

এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন তোমার ভয় নেই। কিন্তু তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর

সর্ব্বনাশ করলে!

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর

এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী

আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে?

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী

তবে তোমার ভয় নেই, যাও!

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী

এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর

তবে প্রণাম হই! চারদিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্চে! (প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

রাজা সোমপাল,তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা

সে কি কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন,—

সন্ন্যাসী

তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা

যাকে ইচ্ছা নাম করুন সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্চি! না হয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী

বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই!

রাজা

কেবলমাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী

না, অত বড় লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না। আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিষ আছে কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা

বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দা, সময় খারাপ হ'লে বন্ধুরা পালায় তাই ত দেখ্‌চি! আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েচে না কি?

ঠাকুরদাদা

কারো পালাবার পথ কি রেখেচ? আটঘাট ঘিরে ফেলেচ যে। ঐ আস্‌চে!

কবির সঙ্গে বালকগণের প্রবেশ

বালকেরা

সন্ন্যাসীঠাকুর সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

এস, বাবা, সব এস!

সকলে

এ কি! এ যে রাজা! আরে পালা, পালা! (পলায়নোদ্যম)

ঠাকুরদাদা

আরে পালাস্‌নে পালাস্‌নে!

সন্ন্যাসী

তোমরা পালাবে কি, উনিই পালাচ্চেন। যাও সোমপাল সভা প্রস্তুত করগে, আমি যাচ্চি।

সোমপাল

যে আদেশ।

(প্রস্থান)

বালকেরা

আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি, এইবার এখানে গান শেষ করি।

কবি

হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,

ঋণ-শোধ

শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কি কথা কয় মনে মনে।

তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু' হাত দিয়ে ফেল ঠেলে!
নয়ন-ভুলানো এলে।
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে —
নয়ন-ভুলানো এলে।

৩১ ভাদ্র ১৩১৫।

ঋণশোধ : একটি খসড়া

''ঋণশোধ'' মুদ্রিত নাটিকাটি আসলে একটি খসড়া। 'শারদোৎসব' নাটক ভেঙে ব্রহ্মচর্য আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য পুনরায় রচিত হয়েছিল। ১৩২৮ তথা ১৯২১ খৃস্টাব্দে তার মুদ্রণ, ঐ বছরেই আশ্বিনে শারদাবকাশের আগে শান্তিনিকেতন নাট্যঘরে অভিনীত হয়। এসব তথ্য; এক, মুদ্রিত ''ঋণশোধ'' নাটিকার প্রকাশকের নিবেদন; দুই, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ''রবীন্দ্রজীবনী''[১] এবং তিন, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড এবং সুলভ সংস্করণ, সপ্তম খন্ড) গ্রন্থপরিচয় অংশে প্রাপ্তব্য। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আরো জানিয়েছেন যে অভিনয়ের জন্য মুদ্রিত এই নাটিকা পরে আর মুদ্রণের অনুমতি কবি কখনও দেন নি। সবশেষে রবীন্দ্র রচনাবলী বিশ্বভারতী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের চলিত-অচলিত সকল প্রকার রচনা মুদ্রণের পরিকল্পনা গৃহীত হলে ''ঋণশোধ'' নাটিকা প্রথম পুনর্মুদ্রিত হয়।

কিন্তু এই মূল খসড়া নিয়েও অভিনয়কালে কবি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এ বিষয়ে কৌতূহলজনক অনুমান করেছেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।[১] অভিনয়ের জন্যেও মূল মুদ্রিত নাটিকার ওপরে সংযোজন, বর্জন ও পরিবর্তন করে একাধিক খসড়া অন্তত দুটি তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। একটি খসড়ার উল্লেখ ও বিবরণ আছে রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশে।

রবীন্দ্ররচনাবলীর সম্পাদক জানিয়েছেন শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে শ্রুতিকার প্রমথনাথ বিশীর কাছে তিনি ঐ খসড়াটি দেখেছেন।

বর্তমান খসড়াটি আরো একটি স্বতন্ত্ররূপ। মূল মুদ্রিত ''ঋণশোধ'' নাটিকার সর্বমোট ৯৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ৪৬ পৃষ্ঠা জুড়ে স্বয়ং কবির এবং অপরাপর হস্তাক্ষরে নানারকম পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংশোধনের নির্দেশের সঙ্গে আরো নানা তথ্য সম্বলিত।

মুদ্রিত মূল গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল এলাহবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিলেডের শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বসু কর্তৃক। মুদ্রক ছিলেন কলিকাতার কালিকা প্রেসের শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। মুদ্রিত নাটিকাটির আকারে পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৮.১ সে.মি., প্রস্থে ১২.৩ সে.মি., পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬, মূল্য ১ টাকা। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে এটির পরিগ্রহণ সংখ্যা : ৩০৩।

---

১ 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় খন্ড (১৩৯৭), পৃ.১২০

এখানে উল্লেখ্য প্রমথনাথ বিশীর কাছে রক্ষিত তথা শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে ব্যবহৃত বলে কথিত খসড়াটি বর্তমানে শ্রীঅনাথনাথ দাসের কাছে রয়েছে। তাঁর দাক্ষিণ্যে আমরা তা দেখতে পেয়েছি। কৌতূহলের সঙ্গে চোখে পড়ে বর্তমানে ব্যবহৃত খসড়ার ১৯ পৃষ্ঠায় কবির স্বহস্তে লিখিত সংযোজনের সবটুকুই ঐ (প্রমথনাথ বিশীর নিকটে মূলত রক্ষিত) খসড়াটিতে হুবহু অন্য হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে, পৃথক পৃষ্ঠায়। যদি মনে করা যায় কবির লেখা ধরেই দ্বিতীয় অনুলিপিটি করা হয়েছিল তা হলে ভাবতে হয় বর্তমানে মুদ্রিত খসড়াটিই "ঋণশোধ" অভিনয়ের জন্য কৃত এ যাবত প্রাপ্ত প্রথম হস্তাঙ্কিত খসড়া।

বর্তমানে খসড়াটি নানা দিক থেকে কৌতূহলজনক :

১. নাটিকাটিকে অভিনয়যোগ্য করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে এর বিভিন্ন পৃষ্ঠায় নানা অদল-বদল করেছেন। কোথাও নতুন সংযোজন, কোথাও পরিবর্জন, কোথাও আবার সংযোজিত নতুন অংশ কেটে দিয়েছেন। নাটিকার অভিনয়-চিন্তায় কবির উৎসুক মানসিকতার পরিচয় এ-সবের মধ্যে বিন্যস্ত।

২. নাটকাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী কুশীলবদের অনেকেরই নাম বর্তমান খসড়ায় মূল মুদ্রিত নাটিকার বিভিন্ন পৃষ্ঠায় কোনো অজ্ঞাত হস্তাক্ষরে যোজিত। উল্লিখিত সকলেই যে শান্তিনিকেতনের প্রথম অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন এমন কথা মনে করবার উপায় নেই। তা হলেও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেকেরই একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা এই খসড়াতে পাওয়া যেতে পারে।

৩. নাটকের উপস্থাপনা উপলক্ষে প্রযোজকের দৃষ্টিতেও কবি কত খুঁটিনাটি চিন্তা করতেন তারও কৌতূহলজনক কিছু-কিছু পরিচয় এই খসড়াতে ধরা আছে।

৪. খসড়াতে বিভিন্ন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দু রকমের হস্তাক্ষর পাওয়া যায়। মূল পাঠের যা কিছু অদল-বদল পাওয়া যায়, তার মধ্যে সংযোজিত (কালিতে লিখিত) অংশে কবির হস্তাক্ষর আর কুশীলব কিংবা বিভিন্ন উপকরণাদির বিবরণ তথা মূল পাঠের বর্জন-কর্তানাদি অপর কোনো হস্তাক্ষরে লিখিত। অনুমান করা যেতে পারে এই সবকিছুই কবির নির্দেশক্রমে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

এবারে মুদ্রিত "ঋণশোধ" নাটিকায় উল্লিখিত দুই হস্তাক্ষরে যে খসড়া পুনর্নির্বাচিত হয়েছিল তারই পরিচয় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হচ্ছে।

কবির হস্তাক্ষরে প্রস্তুত খসড়া-অংশ।

১। 'ভূমিকা' অংশে (পৃ. ১৮) পেনসিলে লেখা সংলাপ সংযোজিত হয়েছিল যা বর্তমানে খুবই অস্পষ্ট।

কবি। সঙ্গে আর কে যাবে?

বিজয়াদিত্য। ঐ তোমার গানের দল।

পৃষ্ঠা : ১৯ বালকগণ। গান-'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' থেকে 'সকল ছেলে জুটি'র পর সংযোজিত হয়েছে

[প্রথম] ও ভাই ঐ কে আসচে?

[দ্বিতীয়] ও পরদেশী!

রাজার প্রবেশ

[তৃতীয়] তুমি পরদেশী?

রাজা। না বাবা, আমি সব-দেশী।

[ছেলেরা] তুমি কি ··র?

রাজা। আমি সব জায়গাতেই আপন দেশ দেখে বেড়াই।

[ছেলেরা] তার মানে কি?

রাজা। দেখ না রাজাগুলো দেশ পাবার জন্যে লড়াই করে মরে! তার সাথে তারা পৃথিবীর রাজা তবু নিজের দেশ পায় নি।

[ছেলেরা] তুমি পেয়েছ?

রাজা। পেয়েছি কি না পরীক্ষা করতে বেরিয়েচি।

[ছেলেরা] বেশ মজা আমরাও সব-দেশী হব। তোমাকে আমরা ছাড়ব না।

রাজা। তোমরা ছাড়লে আমিই কি তোমাদের ছাড়ব? কি করবে আমাকে নিয়ে?

[ছেলেরা] আজ আমাদের ছুটি, তোমাকে নিয়ে আজ তোমার সবদেশে বেরিয়ে যাব।

রাজা। আচ্ছা বেশ তাহলে আমি আমার সবদেশীর সাজ পরে আসিগে। [প্রস্থান]

পৃষ্ঠা : ২২ লক্ষেশ্বরের সংলাপ 'বীণাটি আছে মাত্র' — এর পর শেখর এবং বিজয়াদিত্য চরিত্রের সংলাপ বসানো হয়েছিল, পরে কেটে দেওয়া হয়েছে।

সংলাপ ছিল এইরূপ :

শেখর । মহারাজ!

বিজয়াদিত্য। আজ আমি মহারাজ না। আজ আমি সিংহাসন থেকে নেমে মাটির পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেচি।

শেখর। এখন কি নামে তোমাকে ডাক্‌ব?

[ছেলেরা]

বিজয়াদিত্য। আজ আমার নাম বিজয়াদিত্য নয়, আমাব নাম অপূর্বানন্দ।

পৃষ্ঠা : ২৩ [২২ পৃষ্ঠার কর্তিত সংযোজনের অনুবৃত্তি]

শেখর। কি করবে তুমি?

বিজয়াদিত্য। সন্ন্যাসীর বেশে শারদোৎসব করব।

শেখর। আকাশের তারা যেমন শিউলিফুল সেজে শারদোৎসব করতে এসেচে। তার পরে মাটিকে চুম্বন করে আবার সে ফিরে যাবে। আমি তোমার উৎসবের সঙ্গী।

বিজয়াদিত্য। তোমার গান আর তোমার গানের দল আছে ত?

শেখর। আছে।

বিজয়াদিত্য। তাহলে চল। অন্তত আজ একদিনের মত ভুলিয়ে দাও যে আমি রাজা। (প্রস্থান)

অংশটি সংযোজন করেও পরে পেনসিল দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ২৫ - ২৮ 'কবিশেখরের প্রবেশ' থেকে ২৮ পৃষ্ঠায় লক্ষেশ্বরের প্রস্থান পর্যন্ত বর্জিত হয়েছে। ২৮ পৃষ্ঠায় বর্জন অস্পষ্ট।

পরে 'ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ' অংশে 'ঠাকুরদাদা' শব্দে দুটি নিম্নরেখ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। বাঁ পাশে লেখা আছে 'শুধু ছেড়ে'।

পৃষ্ঠা : ২৯ ঠাকুরদাদার সংলাপ 'না ভাই, আজ ঝগড়া না গান ধর্।' অংশটি বর্জিত হয়ে বসানো হয়েছে, 'ঐ যে সবদেশী এসেচে।' এবং 'গান' এর পরিবর্তে 'সন্যাসীর প্রবেশ ও গান' সংযোজন করা হয়েছে। 'চখাচখির মেলা' গান শেষ হতে মুদ্রিত 'অন্য দল আসিয়া'-র ডানপাশে 'মেয়েরা' শব্দ শুরু হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ পৃষ্ঠা পূর্ণ বর্জিত এবং ৩৫ পৃষ্ঠার সন্ন্যাসীর উক্তি 'এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা', পর্যন্ত বর্জিত।

পৃষ্ঠা : ৪১ 'তৃতীয় বালকের উক্তি 'বেশ মজা'র পরে সংযোজন : 'প্রথম। কিন্তু লেখা শেষ করতে করতে আমাদের ছুটি ফুরিয়ে যাবে।'

পৃষ্ঠা : ৪২ বর্জিত।

পৃষ্ঠা : ৪৩ ৪২ পৃষ্ঠায় শেখরের মুখের গান (বর্জিত) 'আমি তারেই

খুঁজে বেড়াই' এর বদল ঘটিয়ে সন্ন্যাসীর মুখে নতুন 'গান' সংযোজন করেছেন।

'কোন খেলা যে খেল কখন, ভাবি বসে সেই কথাটাই।
তোমার আপন খেলার সাথী কর
তাহলে আর ভাবনা ত নাই
শিশির-ভেজা সকালবেলা,
আজ কি তোমার ছুটির খেলা?
বর্ষণহীন মেঘের মেলা,
ওর সাথে মোর মনকে ভাসাই। [প্রস্থ

[সন্যাসী] বাবা তাহলে দেখছি আজ একটা ছুটির খেলা বের করতে হচ্চে।

ছেলে। ছুটির খেলা ছাড়া আবার অন্য খেলা
কি আছে ঠাকুর?

রাজা। আছে, কাজের খেলা আছে, ভয়ের খেলা আছে।

গান

তোমার নিঠুর খেলা খেল্‌বে যেদিন
বাজ্‌বে সেদিন ভীষণ ভেরী।
ঘনাবে মেঘ, আঁধার হবে,
কাঁদবে্‌ হাওয়া আকাশ ঘেরি'।
সেদিন যেন তোমার ডাকে,
ঘরের বাঁধন আর না থাকে,
অকাতরে পরাণটাকে
ঝড়ের দোলায় দোলাতে চাই।।

[প্রথম দফা যোজনা শেষ]

'প্রথম বালক। কিন্তু আর লিখতে ভাল লাগছে না।'

অংশে 'লিখতে' শব্দ কেটে দেওয়া হয়েছে এবং কিন্তু'র পূর্বে যুক্ত হয়েছে 'এই লেখার খেলা'। পরে উপনন্দ'র 'এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও'এর পরে বসানো হয়েছে 'তোমরা অন্য খেলা খেলগে'।

তারপরে 'প্রথম বালক। আচ্ছা পরদেশী' এই 'পরদেশী' শব্দটির বদলে করা হয়েছে 'সন্যাসী'।

পৃষ্ঠা : ৪৪ 'সকলে। না সে চেঁচায়।' এর পরে যুক্ত হয়েছে :

'তুমি কিন্তু যেয়ো না সন্যাসী, আমরা কোপাই নদীর ধারে ছুটোছুটি ক'রে আবার এখনি চলে আসচি। [প্রস্থান]' পরবর্তী অংশ কবিশেখর থেকে সন্ন্যাসীর সংলাপ বর্জিত।

পৃষ্ঠা : ৪৫ — শেখরের। 'ভাঙিয়ে নেওয়া সহজ..........'

সংলাপটি বর্জন করা হয়েছে 'কেটে দিয়ে'। 'বালক দলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান' অংশে 'সঙ্গে শেখরের' অংশ বর্জিত।

পৃষ্ঠা : ৪৭ — 'শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ' থেকে পূর্ণ অংশ বর্জিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৪৮, ৪৯ এবং ৫০ এর উপনন্দ'র সংলাপ পর্যন্ত বর্জিত। 'লক্ষেশ্বব' এর পরিবর্তে 'লক্ষেশ্বরের প্রবেশ' করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৫৬ — ঠাকুরদার প্রস্থানের পূর্বে 'গান' যোজিত হয়েছে - 'শরৎ তোমার' অথচ বামদিকে কর্তন-চিহ্ন (x)ও একটি রয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৫৯ — 'বন্দিগণের গান। রাজরাজেন্দ্র জয়, জয়তু হে।'

দ্বিতীয় বন্ধনী চিহ্নে বর্জিত। (পরে অন্যত্র এই গান যোজিত হয়েছে, দেখা যাবে।)

পৃষ্ঠা : ৬৬ — 'লক্ষেশ্বরের প্রবেশ'এর পূর্বে গান : (ওগো) 'শেফালী বনের' (মনের কামনা) ইত্যাদি।

পৃষ্ঠা : ৬৮ — 'ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ' এর স্থলে কেটে করা হয়েছে 'ঠাকুরদাদা'র প্রবেশ এবং সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় সংলাপ 'ও হে পরদেশী' কেটে 'ঠাকুর্দ্দা' করা হয়েছে।

সন্ন্যাসীর তৃতীয় সংলাপে 'ওহে উদাসী, তুমি বল কি?' বর্জিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৬৯ — 'গান। মাটির পানে তোমায় নামায়।' এর পরে সংযোজিত হয়েছে। 'এম্‌নি করে চক্র চলচে - পাচ্চি আবার দিচ্চি।'

সন্যাসী'র সংলাপের শেষ বাক্য 'উপনন্দকে তুমি দেখেচ ?' বর্জিত হয়েছে। 'শেখর' এবং শেখরের পুরো সংলাপ বর্জিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৭০ — মুদ্রিত 'সন্ন্যাসী' কেটে' 'ঠাকুর্দ্দা' করা হয়েছে দুবার।

আবার দুবারই শেখর কেটে করা হয়েছে 'সন্যাসী'। সন্ন্যাসীর ('শেখর' কেটে লেখা) প্রথম সংলাপে ঠাকুরের পাশে 'দা' কালির লেখায় যুক্ত হয়েছে। একই সংলাপের— 'মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে...চোখ জুড়িয়ে গেল।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃষ্ঠা : ৭১ 'লক্ষেশ্বরের প্রবেশ' থেকে পরবর্তী অংশ বর্জিত হয়েছে। বোঝা যায়, এব্যাপারে সদ্বিধা ছিল। একবার 'লক্ষেশ্বরের প্রবেশ' কেটে দিয়েও আবার হাতে লেখা হয়েছিল। পরে তাতে কর্তন চিহ্ন নির্দেশ করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৭২ পৃষ্ঠার আরম্ভের 'শেখর' এর সংলাপ বর্জিত এবং লক্ষেশ্বরের সংলাপে 'তোমরা তিনজনে' কেটে দিয়ে 'তোমরা দুজনে' করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৭৪ 'কবিকে সঙ্গে লইয়া ছেলেদের প্রবেশ' এর স্থলে 'কবিকে সঙ্গে লইয়া' কেটে দেওয়া হয়েছে এবং 'ছেলেদের প্রবেশ' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'ও মেয়ে'।

পৃষ্ঠা : ৭৫ 'সন্যাসী। এই পরদেশীকে তোমাদের সহায়কর,...খেলতে জানে' এর পরিবর্তে, 'সন্যাসী। আচ্ছা এক কাজ কর। কাশবন থেকে কাশ তুলে আন, আর আঁচল ভরে আন ধানের মঞ্জরী। শিউলি ফুলের মালা তোমাদের ত গাঁথাই আছে। সেগুলো সব নিয়ে এস।' — সংযোজিত হয়েছে।

তারপরে 'প্রথম বালক' এর স্থলে করা হয়েছে 'বালকগণ' এবং গান উল্লিখিত হয়েছে।

'নবকুন্দধবল (দল সুশীতলা) ইত্যাদি পরে' 'সকলের প্রস্থান' ঘটিয়ে অবশিষ্টাংশ বর্জিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৭৬ 'একদল লোকের প্রবেশ' এর পাশে আগের গানটি 'নবকুন্দধবল' রাখা হয়েছে। যদিও 'শেফালী মনের' [বনের ?] গানটি পেনসিলে লিখিত হয়েছিল তা পরে কেটে দেওয়া হয়েছে। এবং পরে তৃতীয় ব্যক্তির সংলাপ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৮০ 'ফুল লইয়া ছেলেদের সঙ্গে শেখরের প্রবেশ' অংশে 'শেখরের' গানটি পেনসিলে বর্জন করা হয়েছে। এবং পরে 'সন্যাসী'। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক! এ যে টগর.... তুমি যোগ দিয়ো' পর্যন্ত বর্জন করে গানটি

যথারীতি রাখা হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৮১ 'শেখর' এর ভূমিকার বদল ঘটিয়ে 'সন্যাসী' করা হয়েছে। পরে 'গান' এর কথার বিন্যাসে অদলবদল ঘটানো হয়েছে— 'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া' করা হয়েছে 'অমল ধবল পালে' লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'।

পৃষ্ঠা : ৮২ 'শেখর' এর ভূমিকার বদল ঘটিয়ে করা হয়েছে 'সন্যাসী' দুবার।

পৃষ্ঠা : ৮৩ 'শেখর' এর বদল ঘটিয়ে 'সন্যাসী' করা হয়েছে দুবার। 'এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও!' বর্জিত হয়েছে। ঐ স্থলে করা হয়েছে 'ঠাকুর্দ্দা এইবার একটা সুর মেলাবার, রং মেলাবার গান ধর'।

ছেলের দল। 'গান' 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' বৃত্তাকারে গানটি পুরোভূমিতে হস্তাক্ষরে নূতন গান যোজিত।

গান

সবার রঙে রং মেশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়
তোমার রঙীন উত্তরীয়
পর পর পর তবে।

পৃষ্ঠা : ৮৭ বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ'এর ওপরে 'গান'-এ নির্দেশ সংযোজিত হয়েছে। গানটি ৫৯ পৃষ্ঠায় বর্জিত (জয়তু জয় হে) 'রাজরাজেন্দ্র'।

পৃষ্ঠা : ৯৪ 'কবির সঙ্গে বালকগণের প্রবেশ' এর পর পেনসিলে লিখিত হয়েছে 'গান' গাইতে [গাইতে]। 'সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর ... এস, বাবা সব এস।' পর্যন্ত বর্জিত।

বাক্যটির আগে তৃতীয় বন্ধনী ([) চিহ্নের নির্দেশ আছে। কিন্তু বন্ধনী-চিহ্ন (]) শেষ হয় নি। পরিবর্তে 'আমার নয়ন ভুলানো এলে'— ৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিন্যাস্ত করে নাটিকা লেখা হয়েছে।

পৃষ্ঠা : ৯৫ 'কবি। হাঁ ভাই, তোরা... গান গা'।

২. চরিত্র পরিচিতি

পৃষ্ঠা : ১৮	'প্রথম' 'অবনবাবু'
	'মন্ত্রী' — 'তপন'
	'রাজা' — 'গগনবাবু'
পৃষ্ঠা : ১৯	'বালকগণ এর প্রবেশ
	তারক, শান্তি, শচীন, অনিল'
পৃষ্ঠা : ২০	'লক্ষেশ্বর'— 'জগদানন্দ বাবু'
	'ঠাকুরদাদা' — 'অবনবাবু', পৃষ্ঠার ডান দিকে 'দিনুবাবু' কেটে বাঁ দিকে 'অবনবাবু' করা হয়েছে।
পৃষ্ঠা : ২২	'উপনন্দ' — 'নিতু'
পৃষ্ঠা : ২৪	'ধনপতি' — 'নির্ম্মল'
পৃষ্ঠা : ২৮	'অবনবাবু — ছেলে (শুধু ছেলে)'
	এখানেও 'দিনুবাবু' নামটি কাটা হয়েছে।'
পৃষ্ঠা : ২৯	'অন্যদল আসিয়া' —'মেয়েরা'
	'সন্যাসীর প্রবেশ ও গান' — 'গুরুদেব'
পৃষ্ঠা : ৫০	'লক্ষেশ্বরের প্রবেশ' — 'জগদানন্দবাবু'
পৃষ্ঠা : ৫৪	'রাজদূতের প্রবেশ' — 'চারু'
পৃষ্ঠা : ৫৯	'রাজার প্রবেশ' — 'অসিৎ [ত] বাবু'
পৃষ্ঠা : ৬৩	'উপনন্দের প্রবেশ' — 'নিতু'
পৃষ্ঠা : ৬৮	'ঠাকুরদাদার প্রবেশ' — 'দিনুবাবু' কেটে 'অবনবাবু' করা হয়েছে।
পৃষ্ঠা : ৭৪	'ছেলেদের প্রবেশ ও মেয়ে' — কোনো নামোল্লেখ পাওয়া যায় না।
পৃষ্ঠা : ৭৬	'একদল লোকের প্রবেশ' — 'সরোজ শচীন বিশি।'
পৃষ্ঠা : ৭৯	'লক্ষেশ্বরের প্রবেশ' — 'জগদানন্দবাবু'
পৃষ্ঠা : ৮০	'ফুল লইয়া ছেলেদের সঙ্গে শেখরের প্রবেশ।' অংশে 'শেখরের' নামটি বর্জিত হয়েছে এবং নামোল্লেখ রয়েছে 'শান্তি, যতীশ, তারক, অনিল'
	'বরণ' — 'অমিতা, অনু'
	'মাল্য'— লতিকা, লাবি।'

পৃষ্ঠা : ৮৩	'ছেলেরদল' কোনো নামোল্লেখ নেই।
পৃষ্ঠা : ৮৪	'লক্ষেশ্বরেরপ্রবেশ'- 'জগদানন্দবাবু'
	'রাজারপ্রবেশ' -অসিৎ [ত] বাবু'।'
পৃষ্ঠা : ৮৭	'বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ'
	অংশে— 'পন্ডিতজী, ধীরেন, অনাদী, মটরু'
	'গান - রাজরাজেন্দ্র..... সরোজ 'অর্ধেন্দুবাবু।'
পৃষ্ঠা : ৮৯	'উপনন্দের প্রবেশ' — 'নিতু'

'ঋণশোধ'' নাটিকায় শেখর চরিত্রের অবলুপ্তি ঘটিয়ে শেখরের সংলাপ বর্জন করাও হয়েছে আবার কোথাও কোথাও শেখরের সংলাপ 'সন্যাসীর' মুখে বসানো হয়েছে। উল্লেখ্য ৬৮, ৬৯ এবং ৭০, পুনরায় ৭৯ থেকে ৮৩ পৃষ্ঠা। যদিও 'পাত্রগণ' পরিচিতিতে 'সন্যাসী' চরিত্রের উল্লেখ দেখা যায় না।

চরিত্র অনুযায়ী কুশীলবদের পরিচিতি

ঠাকুরদা — অবনবাবু	:	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১]
মন্ত্রী — তপন	:	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
বিজয়াদিত্য — গগনবাবু	:	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বালকগণ — তারক	:	তারকনাথ লাহিড়ী
শান্তি	:	শান্তিদেব ঘোষ
শচীন	:	শচীন কর ?
অনিল	:	অনিলকুমার মিত্র
লক্ষেশ্বর — জগদানন্দবাবু	:	জগদানন্দ রায়
উপনন্দ — নিতু	:	নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ধনপতি — নির্ম্মল	:	নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রাজদূত — চারু	:	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজা সোমপাল—অসিৎ [ত] বাবু	:	অসিতকুমার হালদার
সন্ন্যাসী — গুরুদেব	:	রবীন্দ্রনাথ
একদল লোক —		
সরোজ	:	সরোজরঞ্জন চৌধুরী
শচীন	:	শচীন কর
বিশি	:	প্রমথনাথ বিশী
যতীশ	:	যতীশ রায়
মেয়েরা—(বরণ ও মাল্যদানে)		
অমিতা	:	অমিতা ঠাকুর
অনু	:	অনুকণা দাশগুপ্ত (খাস্তগীর)
লতিকা	:	লতিকা রায়
লাবি	:	মমতা সেন (দাশগুপ্ত)

---

১ 'ঠাকুরদাদার' ভূমিকায় আগাগোড়া খসড়াতে অবনীন্দ্রনাথের নামই উল্লিখিত হয়েছে। মোট তিনজায়গায় 'অবনবাবু'র পাশে 'দিনুবাবু' নাম কাটা দেখা যায়। প্রথমে ঠাকুরদাদার ভমিকায় 'অবনীন্দ্রনাথকে পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে দিনেন্দ্রনাথই 'ঠাকুরদাদা'র ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

দ্র. "রবীন্দ্রজীবনী" - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় খন্ড (১৩৯৭), পৃ.১২০

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণ

পণ্ডিতজি	:	ভীমরাও শাস্ত্রী
ধীরেন	:	ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন
অনাদী	:	অনাদি দস্তিদার
মটরু	:	কুলদাপ্রসাদ সেন
গানের দলে অর্ধেন্দু	:	অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. নাটকে ব্যবহৃত উপকরণ এবং পোষাক

উপকরণ	পোষাক
পুঁথি	পেটিকা
কলম	রঙীন কাপড় (গানের দলের)
মোড়া	ছেলের দল—গান — রঙীন কাপড়
কৌটা	লক্ষেশ্বরের পোশাকের পরিবর্তন হয়ে
চশমা	গেরুয়া রঙ হয়েছে।
ডালা	সব চরিত্রানুযায়ী পোযাকের নির্দেশ
মালা	পাওয়া যায় না।
কাশ	
গাড়ি	
থলি	
রঙ	

৪. অভিনয় সৌকর্য এবং নাটকীয়তার প্রয়োজনবোধে কবি বালকগণের মুখে গাওয়া গানটি ভেঙে 'সকল ছেলে জুটির' পর সংলাপ রচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য পৃ. ১৯) আবার ২২-২৩ পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত সংলাপ রচনা করেও কেটে দেওয়া হয়েছে। ২৪ পৃষ্ঠায় উপনন্দের 'বসে আঁকে' এবং উপকরণ - 'রং, তুলি, পুঁথি' থেকে বোঝা যায় দৃশ্যটিকে প্রাণবন্ত করার একটি নিদর্শন। ২৮ পৃষ্ঠায় 'অবনীবাবু ও ছেলে' এবং বামদিকে 'শুধু ছেলে' যে ইঙ্গিত দেয়, তাতে অনুমেয় যে সমবয়স্ক মেয়েরাও ঐ দলে অংশ নিয়েছে, সে কথা অমিতা সেন মহোদয়ার সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায়। ২৯ পৃষ্ঠায় 'অন্যদল আসিয়া' র পাশে 'মেয়েরা' শব্দটি উল্লেখের অর্থ এই অংশে 'মেয়েরা' মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। ৪১ পৃষ্ঠায় 'ছেলেরা' শব্দটির স্থলে প্রথম [বালক] দেওয়ার অর্থ—

দর্শক- শ্রোতাদের কাছে ঐ উক্তিটি আরো স্পষ্ট এবং সহজবোধ্য করে তোলা। ৪৩ পৃষ্ঠায় 'কোন খেলা যে খেল' গানটির সঙ্গে নাটকীয় সংগতিরক্ষার্থে 'এই লেখার খেলা' অংশটি সংযোজিত হয়েছে। এবং উপনন্দ'র মুখে 'তোমরা অন্য খেলা খেলগে' অংশটিও সংযুক্ত হয়ে সাহিত্যগুণান্বিত এবং নাট্যশিল্প সম্মত হয়ে দর্শকদের কাছে সহজগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। ৪৪ পৃষ্ঠায় 'কবিশেখর' থেকে বর্জন করার জন্য 'সকলে'র মুখে অতিরিক্ত কথা রচনা করে প্রস্থানের নির্দেশনা রয়েছে।। এই নাটিকায় ৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় সোমপাল ও শেখরের কথোপকথনকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, সেজন্য 'লক্ষেশ্বর' এর স্থলে 'লক্ষেশ্বরের প্রবেশ' এর নির্দেশনা দিয়ে নতুন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। ৫৬ পৃষ্ঠায় 'লক্ষেশ্বর' এর প্রবেশের পূর্বে 'শরৎ তোমার [অরুন আলোর অঞ্জলি]' গানটি বোধ করি সন্ন্যাসী গেয়েছেন। ৫৯ পৃষ্ঠায় 'বন্দি'গণের মুখে গান — 'রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু' যথাযথ মনে হয় নি কিংবা 'বন্দিগণ' শব্দটি অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। ৬৬ পৃষ্ঠায় 'লক্ষেশ্বরের প্রবেশ' এর পাশে— [ওগো] 'শেফালি বনের' [মনের বাসনা] গানটি বসানো— অনুমেয় যে এই গানটি সন্ন্যাসীই গেয়েছেন। ৬৯ পৃষ্ঠাতেও গানের মাঝখানে সংলাপ সৃষ্টি করা হয়েছে অভিনয়কে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য। ৬৯ পৃষ্ঠায় 'শেখর' চরিত্রের অবলুপ্তি ঘটিয়ে 'সন্যাসী'র জায়গায় 'ঠাকুর্দা' হয়েছে এবং অনুরূপভাবে ৭০ পৃষ্ঠায় 'শেখর' এর স্থলে সন্যাসী করা হয়েছে — উদ্দেশ্য 'ঠাকুর যদি তাকিয়ে দেখ তবে' কথাটিতে অলৌকিক 'ঠাকুর' এর জায়গায় লৌকিক 'ঠাকুরদা' করা হয়েছে। এখানে কবি যথার্থ নাট্যকার ও সার্থক পরিচালক হয়ে উঠেছেন। ৭১-৭২ পৃষ্ঠায় শেখরের ভূমিকা বর্জন করার জন্য লক্ষেশ্বরের সংলাপে 'তিনজনে'র পরিবর্তে 'দুজনে' করা হয়েছে- – মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে।

নাটক রচিত হওয়ার সময় 'কবিকে সঙ্গে লইয়া' ছেলেদের প্রবেশ উল্লেখ থাকলেও অভিনয়ের সময় 'কবিকে সঙ্গে' বর্জন করে'ও মেয়ে যুক্ত হয়েছে। আসলে বহু স্থলেই 'কবি' বা 'কবিশেখরের' পরিবর্তে 'সন্যাসী' করা হয়েছে।' যে কথা আরো স্পষ্ট হয়েছে ৭৫ পৃষ্ঠায় 'সন্যাসী'র সংলাপের পরিবর্তনের মাধ্যমে। 'প্রথম বালক' এর পরিবর্তে 'বালকগণ' এর মুখে 'নবকুন্দধবল' গান বসিয়ে সকলের প্রস্থান ঘটানো হয়েছে। ৭৬ পৃষ্ঠায় ঐ গানটিই একদল লোকের মুখে গাইয়ে দিয়ে নতুন দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। ৮০ পৃষ্ঠায় 'শেখর'

এবং 'সন্যাসী' বর্জিত হয়েছে এবং মঞ্চ নির্দেশনার ইঙ্গিত রয়েছে, বরণের জন্য দুজন মেয়ে এবং মাল্যদানে দুজন মেয়ের নামোল্লেখ রয়েছে যে কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। উপরন্তু গানের দলের পোযাকের উল্লেখ করা হয়েছে। ৮১ পৃষ্ঠায় 'শেখর' এর পরিবর্তে সন্ন্যাসীই সংশোধিত গানটি গেয়েছেন। ৮১ থেকে ৮২ পৃষ্ঠায় সর্বত্র 'শেখর' পরিবর্তে 'সন্যাসী' করা হয়েছে এবং রঙীন কাপড় পরিহিত ছেলের দলকে দিয়ে 'সবার রঙে রং মেশাতে হবে' গানটি গাওয়ানো হয়েছে। অতএব স্পষ্ট যে মুদ্রিত 'নয়ন ভুলানো' গানটি বর্জিত। ৮৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায় লক্ষেশ্বরের মতো ধনকুবের যখন সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে যায় — তখন তার পোষাকের রঙ এর নির্দেশনায় গেরুয়া রঙ এসে গেছে। ৫৯ পৃষ্ঠায় বন্দিগণের মুখের গানটি অভিনয়কালে দেওয়া হয়েছে বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের মুখে। ৯৪ পৃষ্ঠায় 'কবির সঙ্গে বালকগণের প্রবেশ' অংশে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে বালকগণ গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করবে এবং পরবর্তী সংলাপ 'বালকেরা.... 'এইবার এখানে গান শেষ করি'। এর পর 'কবি। হ্যাঁ ভাই তোরা ঠাকুরকে...' বর্জন সংকেত থাকলেও 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে' গানটি বর্জিত হয়েছে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ।

আলোচনারত সিলভ্যাঁ লেভি ও রবীন্দ্রনাথ।

কবির শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে 'সভ্যতার সংকট' পাঠরত ক্ষিতিমোহন সেন।

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথকে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পত্রগুচ্ছ

১.

25, Rammohan Shaw Lane
Duff Street
Calcutta
[1914][1]

শ্রীচরণেষু,

ভূমিকাটি[২] এই মাত্র পাইয়াছি। প্রত্যেক অক্ষরে আপনার স্বাক্ষরের ছাপ পড়িয়াছে। এই পুস্তিকা আর কিছুর জন্য না হউক এই ভূমিকাটির জন্য পাঠকবর্গ সাগ্রহে পাঠ করিবে। আনন্দ ও প্রেমের তত্ত্ব চমৎকার ফুটিয়াছে। আমি এইরূপ ভূমিকাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যাহাতে এই occasion উপলক্ষে আপনার একটা self expression আছে।

এত কষ্টের উপর যে আপনাকে আবার কষ্ট দিলাম, এই অন্ধ স্বার্থপরতার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত আছি। এই সকল পরিশ্রমে আপনার স্বাস্থ্যের পাছে ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কা সর্ব্বদাই মনে জাগরুক থাকে। আমিও যে এই দুর্দ্দিনের সময়ে শান্তিনিকেতনের শান্তিভঙ্গ করিলাম, ইহার জন্য নিজের কাছে নিজেই অপরাধী আছি।

কৃতজ্ঞতার কথা বলিব না। যেমন প্রেমের সহিত, তেমনি ভক্তির সহিতও কৃতজ্ঞতা ভিন্নাকারে তিষ্ঠে না।

সরযূ[৩] এখনও ভূমিকাটি দেখে নাই। তাহার জীবনে ইহা আশিষ, আলোক, ও পাথেয় স্বরূপ। তাহার এগুলির বড় প্রয়োজন, কেন না সে জীবনপথে একাকিনী।

প্রণত
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

২.

25 Rammohan Shaw Lane
Dufff Street
1st March 1918

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কাল সন্ধ্যাবেলা একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। University Commission আমার Replyটা private রাখিতে বলিয়াছেন। News

paper এ কিম্বা অন্যরকমে publish করিতে বারণ করিয়াছেন। Replyটা যে confidential এই কথাটি আমি কাল বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আজ সকালে কাগজে দেখিলাম —"Sir Rabindranath declines Presidentship"[১] ভালই হইয়াছে।

বশম্বদ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

৩.

মহীশূর

১২ই ডিসেম্বর ১৯২১ খৃঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল — তজ্জন্য অপরাধী। এখানে First Member of Council (Education Member) এখানেও অপরাপর কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে হইয়াছিল— সকলেই আয়ব্যয়-সঙ্কুলানের চিন্তায় ব্যস্ত— আর্থিক অনাটন এত বেশী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল খরচই অসম্ভব ভাবে কমাইতে হইয়াছে— আর Extension Lectures বাবদে যে টাকা ছিল তাহা নির্ম্মমভাবে ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে— এখন আমরা অচলায়তনে আছি কি পলাতকায়— ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই— সে অবস্থার কথা দেখা হইলে বলিব। সেটা দশ অবস্থার বাহিরে— একাদশ— শেষে হিন্দুবিধবার একাদশীতে গিয়া না দাঁড়ায়। আমার এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় যাহা লাভ হইয়াছে, তাহা শুনিলে আপনি কি ভাবিবেন বলিতে পারি না।

আমি শীঘ্রই কলিকাতায় পঁহুছিব। Prof. Sylvain Levi[১] র সহিত সম্ভবতঃ কলিকাতায় দেখা হইবে আপনিও হয়ত এবার বড়দিনের সময় কলিকাতায় থাকিবেন— তবে দূর হইতে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না— যাহা হউক যদি কলিকাতায় দেখা হয় ভালই। না হইলে আপনি যেখানে থাকেন, সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হইব। অনেক কথা বলিবার আছে ও শুনিবার আছে — এবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেছি না।

দেশের অবস্থার কথা— গিয়া শুনিব। দূর প্রবাসে হয়ত ভুল ধারণা জন্মিয়াছে।

Prof. Sylvain Levi কে আমার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানাইবেন।

আপনার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

Mysore
5th January 1926

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

যেদিন আমি কলিকাতা হইতে রওয়ানা হই তাহার পূর্বরাত্রে কালিদাস[১] আমাকে জানাইল যে আপনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন ও কর্ণের বেদনা হইতে কষ্ট পাইতেছেন। আমি ভাবিলাম যে এ [রূপ] অবস্থায় বোধ হয় আপনার মহীশূরে আসা স্থগিত হইতে পারে।

এখানে আসিয়া মহারাজার[২] গতিবিধির খপর লইলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারি মির্জ্জা সাহেব বলিলেন যে মহারাজা মার্চ্চ মাস পর্যন্ত কোথায় অবস্থান করিবেন কিছুই ঠিক নাই। হইলও তাহাই। বেশী দিন কোথাও থাকেন নাই। শেযে ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তর ভারতে নানাস্থানে পর্য্যটনে বাহির হইলেন। তাঁহার মাতা Dowager Maharani ও পরিবার পরিজন সঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহারা বোম্বে বেনারস হয়ত বা কলিকাতাও যাইবেন। ও আবার মার্চ্চ মাসে বোধ হয় ফিরিয়া আসিবেন। মির্জ্জা সাহেব বলিলেন যে মার্চ্চের শেষে কিম্বা [এপ্রি] লের প্রারম্ভে কিছুদিনের নিমিত্ত (বোধ হয় দুই সপ্তাহ) এখানে থাকিয়া পরে Ooty যাত্রা করিবেন। আপনার [সে] ই সময়ে মহীশূরে আসার সুবিধা হইবে কি?

Philosophical Congress এ আপনার Presidential Address[৩] পড়িলাম — অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে— এই রাষ্ট্রীয় হুজুগের দিনে এরূপ রসসামগ্রী দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের রেজিস্টার সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহাশয় আমায় বলিলেন যে চীন হইতে আপনার পু [ন] রায় নিমন্ত্রণ আসিয়াছে — ও আপনি শীঘ্রই চীন দেশে রওয়ানা হইতেছেন। ইহা কি সত্য? চীনের সহিত একটা পাকাপাকি সম্বন্ধ ভারত ও চীন উভয় দেশের পক্ষেই সুমঙ্গল,— আর আপনার দ্বারাই সেই সম্বন্ধ গ্রথিত হইতে পারে।

এবার Modern Reviewতে দেখিলাম যে আমাদের বন্ধু Thompson সাহেব[৪] তাঁহার একখানি নূতন গ্রন্থে ("The other side of the Medal") লিখিয়াছেন : "The most widely read of their mouthlies (i.e. Indian mouthlies— meaning the Modern Review) has always seemed to me a study in steady conscienceless misrepresentation."

ব্যাপারখানা কি— আমি কিছুই বুঝিলাম না। Thompson সাহেবের চিঠিপত্র অ [নে] কদিন হইতেই পাই না— দোষ অবশ্য আমারই— অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সহিত পত্রালাপ কোনকালেই আমার সন্তোষজনক হয় না— সুতরাং Thompson সাহেবের এতটা চটিবার কারণ কি অবগত নই।

Mussolini'র যে চিঠি[৬] Modern Reviewএ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বুঝিলাম যে চীনদেশের মতো ইটালিদেশও আপনাকে আকর্ষণ করিতেছে। তবে সমসাময়িক ইটালি [হ] ইতে চীনের টান— অন্ততঃ চীনের দাবী — বোধ হয় বেশী।

আশা করি আপনার কর্ণ বেদনার উপশম হইয়াছে। ও আজকাল আপনার শরীর সুস্থ ও সবল হইয়াছে। ভারতে থাকিয়া আপনাকে East ও West এই দুই hemisphere এরই দায় [আপনাকে ?] ঠেকাইতে হইতেছে। ইহাতে শরীর ভাঙ্গিলেও— শরীরের অপরাধ নাই— কিন্তু আনন্দের বিষয় মন আপনার অটুট রহিয়াছে।

পত্রোত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম।

আপনার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

৫.

বাঙ্গালোর
১৭ ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথের[১] স্বর্গপ্রয়াণের পর আপনাকে অবান্তর বিষয়ে পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত ছিলাম। আমি চিরকালই বাহ্য প্রক্রিয়ায় অনিচ্ছুক। সুতরাং শোক প্রকাশ করিয়া লিখি নাই। ঋষিবরের দৃশ্যজগৎ হইতে অন্তর্ধান মূহ্যমান শোকের বিষয়ও নহে। তিনি অর্ন্তজগতে চিরউদিত হইলেন। সেখানে আর অস্তগমন নাই। তিনি এই মানব যাত্রায় পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদের সাথে সাথে মহাপ্রয়াণে চলিবেন। আর হারাইবার নয়।

মহীশূরের মহারাজা এতদিনে বোধ কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। সুতরাং আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার আর কোন বাধা নাই।

এখানে এমন কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্ত আবশ্যক হইয়াছে যে এ বৎসর গ্রীষ্মের সময় আমার মহীশূর ছাড়িবার কোন সুযোগ নাই। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে University Reorganisation নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও খাড়া করিয়াছি তাহার জন্য Executive Council, Legislative Council ও Representative Assembly তে budget estimates মঞ্জুর করাইবার জন্য আমাকে March মাস হইতে August পর্য্যন্ত নিত্য সংগ্রাম করিতে হইবে। সেই সংগ্রামে যদি জয়ী হই, তাহা হইলেই আমার মহীশূর আগমন সার্থক, — না হলে আমার গত পাঁচ বৎসরের শ্রম উদ্যম চেষ্টা সকলই

ব্যর্থ। দক্ষিণ ভারতে দলাদলির বিকার অত্যন্ত প্রবল— উন্মাদ বলিলেই হয়। University শিক্ষার প্রসারও কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দলের অনভিপ্রেত— তা ছাড়া স্বার্থ ও জ্ঞানান্ধতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার বৈরী।

একটা সংগ্রামের ব্যাপার— এখন আমার পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে চলিবে না। তবে মহারাজার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে ভালই। University সংক্রান্ত বিষয়গুলি মিটিলে আমার ভারত সম্বন্ধে কর্ত্তব্যপালনের জন্য ইউরোপ যাত্রার বিষয় আপনার মত জানাইলে বোধ হয় সকল দিক বজায় থাকিতে পারে।

ঢাকায় আপনি Philosophy of Art[2] সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি Summary কাগজে পড়িলাম। কি ভাবের সম্পদে কি ভাষার মহিমায় ইহা অমর— itself an imperishable monument of art !

আপনার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

৬.

Sir Brajendra Nath Seal, K.T. Dated : 22.2.1936
98, Lansdoune Rd.
P.O. Kalighat
Calcutta

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ কয়েক দিন হইল আমি মনে করিতেছি যে আপনাকে চিঠি লিখিয়া আপনার প্রতি আমার হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিব। কিন্তু আমি এক্ষণে অন্ধ ও পঙ্গু; তাহা ছাড়া কিছুকাল হইল আমার পাঠক বা লেখক (Reader) কেহই ছিল না, সুতরাং আমাকে মূক ও বধির থাকিতে হইয়াছিল। আমি যে হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে পারি নাই ইহার জন্য আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ আছি।

কিছুদিন হইল আমার মনে একটি আশা জাগরূপ [জাগরূক] রহিয়াছে তাহা আপনার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করা ও আপনাকে আমার হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা উপহার দান করা।

অনেক দিন প্রশান্ত[1] এখানে আসে নাই সুতরাং তাহার সাহায্য লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশাও চরিতার্থ করিতে পারি নাই। প্রশান্ত এখন Presidency College এর offg. Principal ও তজ্জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত। এবার যখন আপনি কলিকাতায় আসিবেন আমি প্রশান্তকে সঙ্গে লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

আপনি জয়ন্তি [জয়ন্তী] উপলক্ষে যে প্রীতি সম্ভাষণ[২] পাঠাইয়াছিলেন তাহা-আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে। আপনার এই প্রীতি আমাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি না কারণ প্রীতির ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার স্থান নাই তবে অশ্রুনিশিক্ত [অশ্রুনিসিক্ত] প্রীতি ও হৃদয়ের অকিঞ্চনতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার একটি আশা চিরদিন হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে লুক্কায়িত ছিল যে, আপনার গদ্য, পদ্য ও নাট্যাবলীর একটি আদর্শ সঞ্চয়ন করিব যাহাতে রচনাগুলি এরুপভাবে [এরূপভাবে] সজ্জিত হয় যে এই কাব্য সমষ্টি একটি অদ্ভূত [অদ্ভুত] মহাকাব্য বলিয়া চিরদিন চিহ্নিত থাকে। শ্রেষ্ঠ কবির আত্মবিকাশই সর্ব্বাপেক্ষা তাহার মহতী সৃষ্টি, কিন্তু বিধির বিধানে আমি বুঝিলাম যে আমি অনন্তকালের উপাসক হইলেও কাল আমাকে উপহাস করিয়াছে। কিন্তু আমি যাহা পারিলাম না অপরে তাহা পারিবে। এই আশা আমি রাখি [।]

আপনার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

পত্র প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মূল পত্রসংখ্যা সাতটি। এছাড়া আরো দুটি চিঠি আছে— একটি হাতে লেখা প্রতিলিপি ও অপরটি টাইপ কপিতে। চিঠিগুলির কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকা বা অন্যত্র। এগুলির মধ্য থেকে অপ্রকাশিত ও বিরল-প্রকাশিত ছয়টি চিঠিকে এখানে সময়ের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে দেওয়া হল।

এ পর্বে ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা প্রায় সব চিঠিই — দুভাঁজ করা সাধারণ সাদা কাগজের একপিঠে কালো কালিতে লেখা। দু -একটি চিঠিতে ফাইল করার সময় তৈরি হওয়া ছিদ্র নজরে পড়ে। চিঠি ১৯১৪ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত সময়ের বিস্তারে লিখিত।

পত্র ১

১. এ চিঠিটি তারিখহীন; তবে 'বসন্ত-প্রয়াণ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকার নীচে তারিখ '৮ চৈত্র, ১৩২০'; এ থেকে অনুমান হয় চিঠিটি এর পরের কোনো তারিখে লেখা হয়েছে।

২. সরযূবালা দাশগুপ্তা রচিত 'বসন্ত-প্রয়াণ' গ্রন্থের জন্য কবিলিখিত ভূমিকা।

৩. সরযূবালা দাশগুপ্তা (১৮৮৯-১৯৪৯)। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা সাহিত্যানুরাগিনী সরযূবালার প্রথম বিবাহ হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা বসন্তরঞ্জনের সঙ্গে। 'বসন্ত-প্রয়াণ' গ্রন্থটি বসন্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুর প্রেক্ষাপটে রচিত।

পত্র ২

১. এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লেখা (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮) কবির একটি চিঠির টুকরোর উল্লেখ করা যায়— ['...C.R. Das একটা internment meeting] এ আমাকে প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে ধরেচে। সুরেনকে বলে রাখিস্ সে কোনোমতেই সম্ভবপর হবে না। আমার শরীর খুবই পরিশ্রান্ত আছে। আমাকে ধরা পাকড়া করবার চেষ্টা করে মিছিমিছি আমাকে হয়রান করা হবে। ... (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫) — ১লা মার্চ ১৯১৮ তারিখে সকালে এ খবরই সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

পত্র ৩

১. সিল্‌ভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯৩৫)। প্রাচ্যবিদ। বিশ্বভারতীর প্রথম অভ্যাগত অধ্যাপক।

পত্র ৪

১. কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬)। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিক। রবীন্দ্রনাথ ও রোমাঁ রলাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিলেন তিনি। ১৯২৪-এর চীন সফরে তিনি কবির সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

২. মহীশূরের মহারাজা। ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠিতেও তাঁর প্রসঙ্গ এসেছে। ১৯২১-১৯৩০, ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৩০-এ মহীশূরের মহারাজা তাঁকে 'রাজরত্ন প্রবীণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

৩. কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই প্রথম 'ফিলোজফিকাল কংগ্রেস'-এর তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৫। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত গভীরতর সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।

৪, ১৯২৪-এর কর এ পর্বে রবীন্দ্রনাথকে চীনযাত্রা করতে দেখা যায় নি। ১৯২৬ এ দীর্ঘ ইয়োরোপ সফর থেকে ফিরে ১৯২৭-এর জুলাই মাসে তিনি সাউথ-ইষ্ট-এশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

৫. Edward John Thompson (১৮৮৬-১৯৪৬) সাহিত্যিক ও সমালোচক। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুটি বিখ্যাত এবং বহু-আলোচিত গ্রন্থের নাম — Rabindranath Tagore : His Life and Work (The Heritage of India Series, Association Press, Calcutta, 1921) এবং Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist (Oxford University Press, 1926).

৬. Mussolini র২১ অক্টোবর ১৯২৫ তারিখের চিঠি 'মডার্ণ রিভিউ' - এ ডিসেম্বর ১৯২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৯২৬-এর মে মাসে রবীন্দ্রনাথ ইটালির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

এ চিঠিটি অত্যন্ত জীর্ণ ও কীটদষ্ট। কিছু অক্ষর তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে যুক্ত করতে হল।

পত্র ৫

১. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)। কবি, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা। শান্তিনিকেতনে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮ জানুয়ারি ১৯২৬ তারিখে। দ্বিজেন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম 'স্বপ্নপ্রয়াণ'।

২. ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এই বক্তৃতাটি রবীন্দ্র শিল্পচিন্তার একটি কেন্দ্রিক বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'দ্য বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি' র এপ্রিল ১৯২৬ সংখ্যায় 'দ্য মীনিং অফ আর্ট' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আরো পরে ১৯৬১ তে পৃথ্বীশ নিয়োগীর সম্পাদনায় 'ওরিয়েন্ট

লঙম্যান' থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পবিষয়ক ভাষণ-প্রবন্ধ - পত্রের যে সংকলন "Rabindranath Tagore, on Art and Aesothetics, A selection Lectures, Essays and Letters" - প্রকাশিত হয়, সেখানে 'আর্ট এ্যান্ড ট্র্যাডিশান' নামক টুকরোটি 'দ্য মীনিং অফ আর্ট' প্রবন্ধের কয়েকটি প্যারাগ্রাফের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। পৃথ্বীশ নিয়োগী বলেছেন ঐ অংশটি তিনি ঢাকায় বক্তৃতা থেকে নিয়েছেন।

পত্র ৬

১. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৮৯৩-১৯৭২)। প্রসিদ্ধ পরিসংখ্যান্‌বিদ। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচরদের অন্যতম এবং ১৯২১-৩১, তিনি শান্তিনিকেতনের কর্মসচিব ছিলেন। ১৯২৬-এর ইউরোপ যাত্রায় অন্যান্যদের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবীশ কবির সফর সঙ্গী হয়েছিলেন।

২. ১৯৩৫-এ কলকাতার সিনেট হলে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের ৭২তম জন্মদিনের জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা-'জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায় / যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায় ....' কবিতাটির কথা (১৯৩৫) এখানে বলা হয়েছে বলে মনে হয়।

'স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কে.টি.' মুদ্রিত প্যাডে লেখা এ চিঠির হাতের লেখা ব্রজেন্দ্রনাথের নিজের নয়। অসুস্থ ব্রজেন্দ্রনাথের হয়ে আর কেউ এ চিঠি লিখেছিলেন। কেবল চিঠির শেষে কাঁপা হাতের অক্ষরে কোনোক্রমে স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি। চিঠিতে কয়েকটি শব্দে বানানের হেরফের ঘটেছে।

সংকলন ও সম্পাদনা : সুশোভন অধিকারী

Rabindranath Tagore to Sylvain Lévi

1

Darmstadt
June 14 1921

Dear Acharya,

I am sure you have got my last letter by this time which must have crossed yours.The misstatement that appeared in my absence in the newspaper[1] has caused me great annoyance and I am taking steps so that such offence may not be repeated against me in future. Today is my last day in Germany and I shall take this opportunity of telling the people how this misrepresentation has hurt me.

Tonight I am starting for Vien[n]a- from there I shall go to Prague. If I can avail myself of the air communication between Prague and Strasb[o]urg then I may see you once again in that town before going to Paris. If not we shall meet in Paris.

In the meanwhile allow me to express to you, my dear friend, my deep gratitude for the interest you have helped to awaken for my cause in the minds of the citizens of Strasb[o]urg[2] and, above all things, for your own personal gift of friendship which has deeply touched my heart. I have discovered that it is your nature to give out the best that you have which makes you the best teacher and the best friend.

Ever yours
Rabindranath Tagore

2

Calcutta
Oct 29, 1925

সুহৃত্তমেষু,

Very likely you do not know that I have been lying ill for a long time. It prevented me from sailing for Europe on the eve of my departure, my doctor having declared me as in too damaged condition for transhipment. I have determined to make another attempt by the next March defying doctor's warning if he is still against my movement. Possibly I need rest more thananything else which will be easier for me in some European sanatorium than in India where every visitor

who claims attention against doctor's prohibition thinks that exception should be made only in his favour. However, what doctors prescribe for me amounts to feigning death in order to delude death under a camouflage. But it is difficult to forget that I am still alive and to behave as if I were not. Driven by aches[3] and weakness I had to leave Shantiniketan and am compelled to drag on my days of exile in Calcutta which itself is an additional malady for me. I hope I shall have my release in about a fortnight's time and find my place in the Paradise regained. Morris[4] is with me sharing my torment, looking after my correspondence and behaving in every way as my guardian angel. I am sure he will be born a Brahmin in his next birth through the merits he is acquiring every day while in his present incarnation; in return for his goodness, he receives his three cups of tea morning and evening well-sugarred and all the delicacies that can only be had in Bengal. The news that I have my self-appointed representative in the person of Braganza[5] is diconcerting. This is the danger of having one's name spread abroad, affording shelter to numerous nameless individuals whom one hardly knows. Demerits of one's own make are heavy enough and it is unfair to have added to them others belonging to the unbidden guests who cling to one's fame that has an inconveniently wide frontier.

Please tell Bagchi[6] that I have been negotiating with Calcutta University on his behalf and that there is every chance of their accepting his proposal.With kindest regards to didima and yourself.

Your affectionate friend
Rabindranath Tagore.

3

Santiniketan
Jan 18, 1928

সুহৃত্তমেষু,

Your letter has given me very great relief. While in Java in one of my lectures I couldnot resist my temptation and proclaimed my pride in the friendship which we had won from you while you were with us. Some one, who evidently did not relish my presumption, sent me an English translation of a report purported to contain your own opinion about us published in some Dutch paper. You can well imagine how

deep went the shaft and I fell like a sudden subsidence of the ground from under my feet without the least warning. However, let nightmares have done with their pranks, and the sweet human relationship of our normal life resume its course[7].

You must have heared from newspapers some account of my adventures across the Eastern waters, where I had a few months of very interesting experience. But my physical body grew tired and I felt a longing for enjoying some period of perfect inaction chasing fugutive dreams in the air. But my stars are again conspiring to drive me out from my corner and I have already accepted an invitation from Oxford to deliver Hibbert lectures about the end of October[8]. If you return by that time to Paris I hope to meet you there. Very likely I shall go to Europe in the beginning of spring and spend the summer in Switzerland writing my lectures. All the while I shall wait for the opportunity when we shall exchage our gifts and I shall make love to Didima with your permission or what is better, without it.

With love to you both

Ever Yours
Rabindranath Tagore

4

Cap Martin[9]
April 6 1930

My dear friend,

I have been busy writing my lectures and they have not yet been finished. I postponed writing to you for definitely deciding about when I must come to Paris.
The letter which I expect to have in a day or two from Dr Drummond[10] fixing the date for my Oxford lectures will help me in making my programme. I strongly hope that I shall be in Paris when you are there not in the expectation of having "high class Indians"[11] around me but that of enjoying a quiet time with friends like yourself avoiding as much as possible the boredom of noisy receptions. It will be a great deal more tempting for me if you occasionally drop in to our place to lunch, with Didima as our guardian angel, and in return ask us to tea all by ourselves.

Life is too short for wasting it in unrealities; friends

are few and opportunities are not too numerous.

With my love to Didima and to yourself

Rabindranath Tagore

Sylvain Lévi to Rabindranath Tagore

1

Strasbourg
June 10, 1921

My very dear friend.

I am to inform you, on behalf of my colleagues, that we have created here a "Tagore Committee, in order to present the Santiniketan University with a collection of French classics." The appeal reads thus: "Strasbourg, where the poet's visit has left a souvenir not to be forgotten, seems to be the proper place where to initiate a subscription; the expression of France's literary genius will remain connected for ever with Alsace's evocationin the student's library of Santiniketan."

Our appeal at its first start, happened to encounter a bad chance. Just at the same time Count von Keyserling printed, in the "Red Day" a paper on "Tagore and Germany"[12], the translation of which has already been just sent to you by Mr. Nag[13]. There you are represented as a man who believes and asserts that mankind's future lies with Germany, as an admirer and lover of Germany, full of despise for the allied nations of Entente, etc. Here, after half a century of oppression, people do resent such talks more than anywhere in France; we have had rather much to do in order to explain away those stetements.

We have already begun to collect and purchase French classics; please let us know as soon as you can where the books are to be deposited. I suppose you have a large amount of printed matter to be dispatched altogether to India, and have selected some place where they are being gathered. If you come back through Strasbourg, where we are staying up to the end of the month, the Committee wishes to present you a full list of subscribers. I think this place will be the best to enjoy a rest after such a long journey. Believe me, my very dear friend,

Very sincerely yours

Sylvain Lévi

2

Paris
19th february 1925

Very dear Gurudev

I was so delighted to have your note mailed from Port Said that I want to reply immediately. I hope that you had my own letter before sailing, though you do not refer to it. We have been anxious about your health, and more since we had heard that you had to sail so suddenly. Still, as I see, we can hope to welcome you here after a short time. We miss you just as a large part of our own life.

Your letter of protest, sent from Venice on the eve of your departure, was shown by me to some friends who wished to have it published. I hope you will not make any objection against its being printed; of course, if you do not agree, I shall stop it before publication. I felt as though you yourself wanted to reach beyond me my own countrymen. But I am afraid that you have been mistaken when giving too much credit to anonymous or unauthorized reports[14]. I must state frankly that all people familiar with the real history of China could not accept coldly the picture of China as you had drawn it in your speeches at Shanghai or Peking; whatever good or bad is seen in China of the past can be found almost exactly the same on the Western side. I am sure that you will admit that, consciously, you are feeling partial in favour of the East. Whatever may be the amount of differences between the twins[15], man after all is everywhere the same, and neither East nor West has any privilege of vices or virtues. Here and there you have an average of rajasa people, a good lot of sattvikas, an equal number of tamasas. If some of these rajasas can be turned into sattvikas, this is a great reward of human activity, quite sufficient to repay all endeavours and pains.

It may be that some paper has pointed to you as " a political progagandist in disguise". You do not expect that papers, even in East, are compelled to tell the truth. I do not read all papers; I have quite enough with one daily, and I think it better to accept that fact than to be bound to search for the paper referred to. What that paper could say or not has no influence on your standing in the opinion of the French public. We are too much entangled in our own difficulties to keep an eye open on Indian politics; this may be wrong, but this is the fact. We are beginning to confront the

autonomy of national freedom and colonial possessions which mean or imply a sort of slavery. This conscience is growing quickly even among political men, and it will act presently as an important factor in our political life. But you, Gurudev, for all French people, you stand as Rabindranath Tagore, an artist, a poet, who has found a definite expression of some deep feelings, of some high aspiration of mankind; that is why you are venerated, even worshipped by all calsses or people who happen to know your name and your works. We shall not try to exploit your candour for national propaganda; we shall welcome you as one who can compare with Victor Hugo and Lamartine, an
other avatar of celestial poetry.

Sylvain Lévi

3

9 Rue Guy de la Brosse
Paris(Ve)
15th february 1934

Very dear Gurudev

We have both been very happy to receive your Vichitra[16]. We were wondering how and why you were keeping such a dead silence for years. That you had forgotten us after such a happy life of friendly intimacy seemed to be beyond any possibility. That you were ill we could not happily believe, as we happen to get indirect news sufficiently reassuring. Now, if you have not sent your hand written word, at least an echo of your voice, your singing voice has reached us. And it suddenly reminds me of that wonderful time when I was enjoying your teaching and used to read under your guidance your Bengali verses. And how beautiful the presentation! Santiniketan will have promoted India in every line; printing and plates are worthy of your name. I see that I can still make my own way through Bengali; I do understand enough to enjoy the heavenly music of your poetry. With the help of one of our Bengali students here, I hope to get a full-interpretation. I have been delighted to hear that M. Fabri[17] is going to join Santiniketan. He is a charming young man, and he has married a charming English girl; she is an excellent painter[18], and he is a thorough scholar, an amazing linguist, and a master in archaelogy. Through him I shall hear again about all our people in Santiniketan.

We are both sending to you our common love.

Sylvain Lévi

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার সংগ্রহে সিলভঁ্যা লেভির চিঠিপত্রের ফাইলে সিলভঁ্যা লেভিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মাত্র ৪ খানি চিঠি পাওয়া যায়। অধ্যাপক লেভির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাগত ভাষণসহ সংগৃহীত এই চারখানি চিঠিই অন্যের হস্তাক্ষরে প্রতিলিপি। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহভুক্ত রবীন্দ্রনাথের লেখা এই স্বল্প উপকরণ থেকে অধ্যাপক লেভির সঙ্গে কবির যোগাযোগের গভীরতা বোঝা না গেলেও ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়সীমায় অধ্যাপক লেভির লেখা ৩০ খানি ও শ্রীমতী লেভির লেখা ১১ খানি চিঠি থেকে তাঁদের সঙ্গে কবির যোগাযোগ যে কতখানি গভীর ছিল তা কতকটা আন্দাজও করা যায়।

রবীন্দ্রবীক্ষার বিশেষ সংখ্যায় কবির লেখা চারখানি ও অধ্যাপক লেভির তিনখানি নির্বাচিত চিঠি প্রকাশ করা হল। দু-একটি শহরের বানান ছাড়া চিঠিগুলি অবিকল রাখা হয়েছে।

টীকা :

রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি

১. দ্র. কবিকে লেখা অধ্যাপক লেভির পত্র ১ নং Red Day পত্রিকায় প্রকাশিত Keyserling - এর প্রবন্ধ।

জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সংবর্ধনাকে সে সময় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সন্দেহের চোখে দেখে। এ- প্রসঙ্গে ফরাসী পত্রিকা L' Eclair - এ লেখা হল "Rabindranath Tagore is a kind of Hindu Tolstoy. As one might have expected, Germany uses him for propaganda purposes; and he exalts pan-Gemanism in a whole-hearted and painstaking manner for which the press beyond the Rhine pays him unanimous homage."

২. স্ট্রাসবুর্গে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক লেভির সহায়তায় পরিচিত হয়েছিলেন। সেখানে কবি Message of the Forest বক্তৃতা প্রদান করেন।

৩. কবি সে সময় কানের ব্যাধিতে ভুগছিলেন।

৪. H.P. Morris শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন ১৯২০ সালে। এই পার্শি যুবকটি ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।

৫. ১ অক্টোবর ১৯২৫-এ লেভি তাঁর একখানি চিঠিতে লেখেন :

" I am just coming back from the URSS, (USSR) that means Russia in new style ...Braganza who is living in Moscow since two years is officially designed (?) as Tagore's secretary and was treated as your personal representative."

৬. প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬) : ১৯২১ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতীতে আসেন এবং সিলভ্যাঁ লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতীর চীনাভবনে গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪৮-৫১ খৃস্টাব্দে মধ্যে বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ ও পরে বিদ্যাভবন গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন।

অধ্যপক লেভি কবিকে লেখা তাঁর ১.১০.২৫ তারিখের চিঠিতে প্রবোধচন্দ্র বাগচীর লেখা চীন-ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে রচিত দুটি চমৎকার গবেষণাপত্রের উল্লেখ করেন। এই গবেষণা পত্র দুটি প্রকাশের জন্য অধ্যাপক লেভি একজন প্রকাশকের ব্যবস্থা করেন। এ দুটি মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ২০০ পাউন্ডের প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি ঐ অর্থ সাহায্যের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে আবেদন জানান এবং সে বিষয়ে তদ্বির করার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন।

৭. অধ্যাপক লেভি কবির সম্পর্কে কিছু বিরূপ সমালোচনা করেছেন বলে কবি লোকমুখে খবর পান এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তাঁর প্রতি কবির এই মনোভাবের কথা জেনে লেভি দম্পতি জাপান থেকে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের পথে কয়েকদিন কলকাতায় কাটান এবং জোঁড়াসাঁকোর বাড়িতে অসুস্থ কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যাতে তাঁদের মধ্যে এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে।

৮. হিবার্ট বক্তৃতা ১৯৩০ খৃস্টাব্দে প্রদত্ত হয়েছিল।

৯. দক্ষিণ ফ্রান্সের Maritime Alps-এ লোকহিতৈষী Albert Kahn-এর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

১০. Dr. W.H. Drummond -অক্সফোর্ডে হিবার্ট ট্রাস্টি ।

১১. অধ্যাপক লেভি তাঁর ৪ এপ্রিল ১৯৩০ - এর চিঠিতে লেখেন :

"If you do not come next week, you better wait till end of this month as we are practically all abroad during the vacation time. I hope that you have in May a large gathering of high-class Indians to surround you."

অধ্যাপক লেভির লেখা চিঠি

১২. দ্র. কবির লেখা চিঠি, তারিখ ১০ জুন ১৯২১ ।

Keyserling (1880-1946) জার্মান সাহিত্যিক ও দার্শনিক।

১৩. কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। রবীন্দ্রনাথ ও রোঁমা রোঁলার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯২৪-এ চীন সফরকালে কবির সঙ্গী ছিলেন।

১৪. চীনদেশ সফরকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে এশীয় দেশগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য থাকা উচিত। তিনি চীনের যুবসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেন ইউরোপের বস্তুনির্ভর সভ্যতাকে অনুকরণ না করতে। তাঁর এই বক্তৃতা সে-দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। বক্তৃতার বিরূপ সমালোচনায় সেখানকার অনেক সংবাদপত্র মুখর হয়ে উঠেছিল। (এ-বিষয়ে বিশদভাবে জানবার জন্য Stephen Hay-র লেখা Asian Ideas of East and West গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। Harvafrd University Press 1970.)

15. Twain ?

১৬. গ্রন্থটি 'বিচিত্রিতা'। ১৩৪০-এ প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থটি স্বয়ং কবি এবং অবনীন্দ্রনাথ , গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখের দ্বারা চিত্রিত।

১৭. Charles Fabri (১৮৯৯-১৯৬৮) : হাঙ্গেরীয় শিল্প-ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ। ১৯৩৩ সালে কবির আহ্বানে শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিশ্বভারতীতে আসেন।

১৮. Olivia Lucas : Dr. Charles Fabri-র প্রথমা পত্নী।

সংকলন ও সম্পাদনা : সুপ্রিয়া রায়

রবীন্দ্রনাথকে লেখা ক্ষিতিমোহন সেনের পত্রগুচ্ছ

১।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
১৯.৮.১৯

প্রণতি পূর্বক নিবেদন মেতৎ

আপনার প্রেরিত ইংরাজিতে অনুবাদিত গ্রন্থখানি[১] পাইয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। বহুদিন যাবৎ ইচ্ছা হইতেছিল আপনাকে পত্র লিখি। কিন্তু সর্ব্বদা যে কিছু লেখেনা, হঠাৎ সে পত্র লেখায় একটা সঙ্কোচ বোধ করে। আপনার পুস্তকখানি এইরূপ সময়ে আসিয়া বড় উপকার করিয়াছে।

সমস্ত প্রতীচ্য সমাজ আপনার প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা জানাইতেছে তাহা সর্ব্বদাই নানা সম্বাদ পত্রযোগে পাইতেছি। এই গ্রন্থখানিতে yeats[১] লিখিত ভুমিকাতে[১] খুব চুলচেরা সমালোচনা না থাকিলেও কি চমৎকার একটি শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ইংরাজি ভাষাতে অনুবাদ হওয়াতে কত কবিতায় আর একটি বিশেষ সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুত্র যেদিন বিবাহ বেশে বাহির হয় মা যেমন সেই নূতন সন্ধ্যায় নিজপুত্রকে দেখিয়া এক অতি অপূর্ব অপরিচিত মাধুর্য্যের আস্বাদ পান, আমরাও তেমনি এই নব বেশে সজ্জিত গীতাবলীর মধ্যে মাঝে ২ বেশ এমন একটু মাধুর্য্য মাঝে অনুভব করিয়াছি যাহা পূর্বে পরিচিত বেশে চোখে পড়ে নাই।

ভারতবর্ষের বিশেষ সৌন্দর্য্যে যে ভারতের ব্রহ্মকে আপনি চমৎকার অঞ্জলি দিতে পারিয়াছেন তাহাতেই সমস্ত প্রতীচ্য আপনাকে প্রতিদিন অঞ্জলি দিতেছে। বিশ্বজনীন শ্রদ্ধা ভারতের প্রণামে বিশেষ একটি রূপ পাইয়াছে বলিয়াই সকল ভক্তজনসভাতে তাহা দুর্লভ প্রসাদরূপে গৃহীত হইতেছে। আপনার এই প্রণামটিকে সকলে এইভাবে গ্রহণ না করিলেও আপনার সাধনা চরিতার্থ হইত, কিন্তু গৃহীত হইয়াছে, আমাদের দেশের [কবি?] ও আমাদের গুণিজন সমাজ কৃতার্থ হইয়াছে। এই সম্মানে প্রতিদিন আমরা নিজেকে ও দেশকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

আমাদের আশ্রমে প্রতিদিনই আপনাকে নানাভাবেই স্মরণ করি। বিশেষভাবে এই যে পৌষের উৎসব আসিতেছে— ইহাতে আপনার সঙ্গ খুব বেশী করিয়া সকলে চাহিতেছি। দূর হইতে আশীর্বাদ করিলেও আমরা ধন্য হইব। আশীর্বাদ করিবেন যেন আশ্রমের দেবতাকে সত্য প্রণামে প্রণতি করিতে পারি। সেবায়, কষ্টে, ধ্যানে, চরিত্রে যেন সেই প্রণাম সত্য হইয়া ওঠে।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ২৮শে অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ হইবে। ছেলেরা প্রায় সকলেই আসিয়াছে। কালীমোহনের[৩] কি ব্যবস্থা হইল তাহা ভাল বুঝিলাম না।

বঙ্কিম বাবু[৪] কি আপনার কাছে দীর্ঘকাল থাকিবেন? তাঁহার ভাগ্যে হিংসা হয়। আপনার নাকি আমেরিকাতে ১ বৎসর থাকা হইবে? ইহা কি সত্য? সেখানে হোমিওপ্যাথী ভালরূপ অথচ সুলভে কোথায় পড়া যায়? কতদিন লাগে? ভারতের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি ভেষজ আমার হোমিওপ্যাথীভাবে proving করার ইচ্ছা আছে। মনে হয় ইহাতে খুব একটা ভেষজের প্রসার হইবে। ভাল pharmacy শিক্ষা করা দরকার। হোমিওপ্যাথী পড়িতে পূর্ণ course কতদিন লাগিবে? কোথায় কি প্রকার সময় লাগে? কোথায় কোথায় সুবিধা আছে? সেখানে কোনো আত্মচেষ্টাসাধ সংস্থান হইতে পারে কি? সংস্কৃত পড়ানো আমায় সহজ পন্থা, তার কি কোনো ক্ষেত্র আছে? এই সব খবর কি আমাকে বিশদভাবে জানাইতে পারেন? স্বতন্ত্রভাবে লিখিবেন।

অদ্য সম্বাদ পাইলাম — সন্তোষের[৫] একটি পুত্র হইয়াছে। প্রসূতী ও পুত্র উভয়েরই কুশল।

গত শ্রাবণে আমার একটি কন্যা হইয়াছিল। তার পূর্ব্বে একটি কন্যা হইয়াছিল। দুইটিরই নামকরণ হইয়াছে। বড়টি মমতা[৬] (দীর্ঘতমা ঋষির মাতা); ও ছোটটি অমিতা[৭]। আপনার আশীষ চাই।

এখানে আশ্রমের সব কুশল। আমরা ভাল আছি। আপনাদের সকলের কুশল চাই।

প্রণত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

২.

[সীল]

২৫ বৈশাখ, ১৩৪৪

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন,

আজিকার দিবসোচিত শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাইতেছি। ভগবানের কাছে আজ প্রার্থনা করি আরও দীর্ঘকাল এমনি মন ও প্রাণের শক্তি লইয়া সকলকে উদ্বোধিত করুন।

আজ এখানে আশ্রমবাসী সকলে সন্ধ্যায় আম্রকুঞ্জে একত্র হইয়া উৎসব করিয়াছেন। তার মধ্যে খাওয়া দাওয়াও ছিল। রাজা[১]ও সেখানেই হইতেছিল। সব শেষ না হইতেই বিষম বৃষ্টি আসে। তাতে খাওয়া দাওয়া একটু পিছাইয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টিতে সব তাপ ও ধুলা শান্ত হইয়া যায়।

আমি কলিকাতা হইতে রংপুর জেলার একগ্রামে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ২৫শে এখানে যোগ দিবার জন্য কালই সন্ধ্যায় এখানে ফিরিয়াছি। পথে শুনিলাম আপনার কষ্ট হইয়াছে। আশা করি এখন ভাল বোধ করিতেছেন। আমি ইহার পর পূর্ববঙ্গে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিব। এখানে সব কুশল। শ্রীচরণ কুশল প্রার্থনীয়।

ইতি শ্রদ্ধাপ্রণত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

পু : আশা করি আপনার সঙ্গের সবাই[১]
ক্রমশঃ স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন।
বুড়ীব[৩] কথা তো কৃষ্ণ[৪]ই বলিলেন,
ভাল হইতেছে।

৩.

২০ রাজা বসন্ত রায় রোড, কালীঘাট

২৬।১।৪৫

শ্রীচরণকমলেষু,

পয়লা বৈশাখ আশ্রমে আপনার জন্মোৎসব করিলেও আমরা ২৫শে বৈশাখের দিনে আপনার জন্মোৎসব দিনোচিত স্মরণ করিয়াছি। আমাদের জন্য, আমাদের দুর্গত দেশাবাসীর জন্য আপনার দীর্ঘ জীবন বার বার প্রার্থনা না করিয়া উপায় নাই।

প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আগামী শুক্রবার এখানে উৎসব করিবেন। আমি পূর্ব্ববঙ্গে, ময়মনসিংহ জেলায়, শেরপুরে আপনার জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইয়া যাইতেছি। সেখানে ১৩। ১৪ই মে উৎসব হইবে। তাহার পর আমি দেশে যাইব ও দেশ হইতে কিছু আখড়া মঠ প্রভৃতি দেখিতে যাইব।[১]

আপনার কবিতা যাহা রেডিওতে শুনিলাম[২] তাহা চমৎকার। সবাই দেখিলাম, তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছেন। পরে কাগজেও তাহা পড়িলাম। ইংরাজিটুকুও চমৎকার হইয়াছে। আপনার কণ্ঠ এমন সুন্দর শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে তাহা বুঝিয়া বলা যায় না।

ওখানকার খবর মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখিতে পাই। দেখা হইলে আরও শুনিতে পাইব। আপনার শরীর আশা করি ওখানে ভাল আছে। আর সকলেরও কুশল কামনা করি।

এখানে অমিতাঁর রক্তাল্পতা ও দুর্ব্বলতা কিছু কমিয়াছে। আর একটু ভাল হইলে রেঙ্গুন যাইতে পারিবে। এখনও ডাক্তাররা যাইতে দিতে রাজি নহেন।

ইতি শ্রদ্ধানত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

৪.

শেরপুর, ময়মনসিংহ
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

পূজনীয়েষু,

এখানে কয়েকজন যুবক ও একটি সরিক জমীদারের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রতিবৎসরই অনুষ্ঠিত হয়। এবার তাঁহাদের অনুরোধে আমি এখানে আসি। ইহাদের মধ্যে আমার কাশীর পরিচিত দুই এক জন আছেন।

জমীদারদের মধ্যে সরিকে সরিকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহা জানিতাম না। তবু যাঁহার উদ্যোগে আমি এখানে আসি তিনি শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী, আপনার অতিশয় অনুরাগী পাঠক। তাঁহার Library চমৎকার। তাঁহার পড়াশুনা খুবই ভাল। ইঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সরিকেরাও তাই এবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নাবিয়াছেন। ভালই।

সত্যেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী আপনার খুব ভক্ত। তিনি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আপনার চরণকমলে বিশ্বভারতীর জন্য ৫০০ পাঁচশত টাকা দিলেন।

ইহার জন্য ধন্যবাদ দিতে হইলে যেন তাঁহার নামে দেওয়া হয়। অর্থাৎ শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী, C/o শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী, শেরপুর (ময়মনসিংহ)।

আমি কালই এখান হইতে ঢাকা যাইব। ঠিকানা হইবে C/o Nityaranjan Gupta, Armenian Street, Dacca.

আশা করি আপনি ভাল আছেন। এই উপলক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ ঐ পক্ষ হইতেও কিছু যদি বিশ্বভারতী পায় তবে ভাল। আমি তাঁহাদের কাছেও যাই আসি। তবে তাঁহারা আনিয়াছেন শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায়কে[১]। ধূম ধাম দুই দিকেই খুব চলিয়াছে। এই অভিজ্ঞতা আমায় জীবনে এই প্রথম।

আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি পাঠাইতেছি। অমিতা কলিকাতায় একটু ভাল আছে। আর একটু ভাল হইলেই বর্ম্মা যাইবে।

প্রণত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

৫.

[সীল]

২৫ বৈশাখ ১৩৪৬

প্রণতিপূর্বক নিবেদন,

আজিকার দিনে আপনাকে দূর হইতে আবার প্রণাম জানাইতেছি। আপনার কাছে আসিয়া জীবনে যাহা পাইয়াছি তাহা আজ প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব। তাই আজিকার দিনে সেই সব কথার উল্লেখ না করিয়া শুধু শ্রদ্ধানত প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার নিজের হয়তো প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন এবং বহুজনের কল্যাণের জন্য দীর্ঘকাল আপনাকে ভগবান জীবিত ও সুস্থ রাখুন ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রদ্ধা প্রণত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

পত্র প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ক্ষিতিমোহন সেনের পত্রসংখ্যা ছয়; এগুলির মধ্য থেকে নির্বাচিত পাঁচটি চিঠিকে এখানে কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হল।

১৯-৮-১৯ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) তারিখে লেখা প্রথম চিঠিটি অত্যন্ত জীর্ন। পরের চিঠিগুলি ১৩৪৪-৪৬, - এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে লিখিত; আর এগুলি মূলতঃ। কবির জন্মদিনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। দুই এবং পাঁচ সংখ্যক চিঠি দুটি বিশ্বভারতীর সীলযুক্ত প্যাডের কাগজে লেখা হয়েছে। কয়েকটি চিঠির উপরদিকে ইংরাজিতে R বা Replied লেখা — অর্থাৎ কবি এগুলির উত্তর দিয়েছিলেন।

পত্র ১

১. ১৯১২ তে লন্ডনের দি ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশিত Gitanjali : Song offerings.

২. সেপ্টেম্বর ১৯১২ তে লিখিত এই ভুমিকাটি ১৯১৩ তে Macmillan প্রকাশিত বইতেও যুক্ত হয়েছিল।

৩. কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২-১৯৪০)। রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত শ্রীনিকেতনের মুখ্য সংগঠক।

৪. বঙ্কিম রায়, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক পরে' আমেরিকায় গিয়ে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করেন।

৫. সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯২৬)। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা পর্বের ছাত্র ও পরে শিক্ষক ছিলেন। ১৯২৪ - এ 'শিক্ষাসত্র' স্থাপনাকালে. রবীন্দ্রনাথ তার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সন্তোষচন্দ্রের উপর।

৬. মমতা দাশগুপ্তা (১৯১০-১৯৮৩)। ক্ষিতিমোহন সেনের মধ্যমা কন্যা।

৭. অমিতা সেন (১৯১২)। ক্ষিতিমোহন সেনের কনিষ্ঠা কন্যা।

পত্র ২

১. রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক।

২. রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী ও নন্দিতার সঙ্গে কবি আলমোড়ায় গিয়েছিলেন। অনিল চন্দ্রও সঙ্গে ছিলেন।

৩. নন্দিতা কৃপালনি (১৯১৬-১৯৬৭)। মীরা দেবীর কন্যা. রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী।

৪. কৃষ্ণ কৃপালিনী (১৯০৭-১৯৯২)। নন্দিতার স্বামী।

পত্র ৩

১. ক্ষিতিমোহন লোকসঙ্গীত ও বাউল গান সংগ্রহে উৎসাহিত ছিলেন। এখানে সম্ভবত সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

২. সে বছর কবির জন্মদিনে, কালিম্পং থেকে টেলিফোনে বলা রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠের আবৃত্তি আকাশবাণী থেকে শোনানো হয়েছিল।

পত্র ৪

১. নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১)। শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পবিষয়ক গবেষণা— ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রবীন্দ্রচর্চায় তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল।

সংকলন ও সম্পাদনা : সুশোভন অধিকারী

চিত্রপরিচিতি

রক্ত-লাল ফুল

প্রচ্ছদে মুদ্রিত ফুলের ছবিটি কাগজের উপরে জল-নিরোধক কালি ও প্যাস্টেলে আঁকা। তারিখহীন এই ছবির নীচে বাঁদিকের কোণায় - 'শ্রীরবীন্দ্র' ও 'রবীন্দ্র' ---দুটি স্বাক্ষর দেখা যায়।

ছবির বৈশিষ্ট্য ও স্বাক্ষরলিপির ধরন থেকে অনুমান করা যায়, যে ছবিটির রচনাকাল ১৯৩০-৩২। আয়তন ১৬.৪ X ২৮ সেন্টিমিটার। রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.২২৩৩৯.১৬।

সাদা-কালো মেলানো ছবি

চিত্র ১ প্রকৃতিচিত্র

গাছপালা-লতাগুল্মের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি কুটির। কালিকলমের ঘন আঁচড়ে বিশ্বভারতীর ছাপযুক্ত প্যাডের কাগজে আঁকা হয়েছে ছবিটি (বিশ্বভারতীর ছবিটি বর্তমান মুদ্রণে অনুপস্থিত)। নীচে ডানদিকে স্বাক্ষর ও তারিখ -- 'রবীন্দ্র ৫।৪।৩৬'; ছবির আয়তন ২২x২৮.৫ সেন্টিমিটার। রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.২০৪৯.৯৬।

চিত্র ২ রজনীগন্ধা

কালিকলমের ঘন আঁচড়ে টানা বুনোটের প্রেক্ষাপটে পুষ্পিত রজনীগন্ধার এ ছবিটি কাগজে আঁকা। চিত্রিত কাগজের অপর পিঠে আরেকটি ছবিও অঙ্কিত হয়েছে। ছবির উপরে ডানদিকের কোণায় তারিখ ও স্বাক্ষর যথাক্রমে '৩১।১১।৩৩ রবীন্দ্র'। ছবির আয়তন ১৭.৫x২৫.২ সেন্টিমিটার। রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.২২৫২২.১৬।

চিত্র ৩ পাশ-ফিরে-দেখা পুরুষমুখের প্রতিকৃতি

কাগজে আঁকা ও ছবির উপকরণ কালিকলম। মুখের উত্তল-অবতল অংশকে পরিস্ফুট করতে সুকৌশলে কাগজের সাদা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছবির নীচের বাঁদিকে স্বাক্ষর, তারিখ ও স্থান যথাক্রমে-- 'রবীন্দ্র ৫।৬।৩৯ মংপু। আয়তন ২১.৮x৩৫.৫ সেন্টিমিটার। রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.২২৫৩৭.১৬।

চিত্র ৪ নারী প্রতিকৃতি

আয়ত চোখের ডিম্বাকৃতি মুখমন্ডলের এ ছবিতে কলমের মিহি আঁচড়ে টোন দেওয়া হয়েছে, একটু বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে যেন। কাগজের উপর কালিকলমে আঁকা ও ছবির নীচের বাঁদিকে ইংরেজিতে স্বাক্ষর — 'Rabindra' লিখেছেন শিল্পী। রচনার স্থান ও কাল (বর্তমান মুদ্রণে শিল্পীর স্বাক্ষর এবং স্থানকাল ছাপা পড়ে নি)। আয়তন ২১.৫x২৮ সেন্টিমিটার। রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.২২৮৩৩.১৬।

সম্পাদনা প্রসঙ্গ

"রবীন্দ্রবীক্ষা" বর্ত্তমান সংখ্যা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পঞ্চসপ্ততিবর্ষ সূচনা (১৯২০-৯৫) স্মরণে নিবেদিত।

বিশ্বভারতীর প্রথম 'পত্তন' ৮ পৌষ ১৩২৫ বঙ্গাব্দে সোমবার ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮[১]। ১৯১৯ এর গ্রীষ্মাবকাশের পরে বিশ্বভারতীর পঠন শুরু হয়ে যায়। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ শুক্রবার ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১[২] বিশ্বভারতী পরিষদ গঠন করে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠানকে 'দেশের হাতে তুলে' দেন। ঐ অনুষ্ঠানে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতিত্ব করেন।

এই উপলক্ষে ১৯২১ খৃস্টাব্দেই রচিত, মুদ্রিত ও শান্তিনিকেতনে অভিনীত "ঋণশোধ"নাটিকার একটি খসড়া প্রথমে উপস্থাপিত হল। খসড়াটির মুদ্রিত নাম পৃষ্ঠা থেকেই বোঝা যাবে এটি "শারদোৎসব" নাটকের রূপান্তরণ। প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায় "ঋণশোধ" বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হবার জন্য রচিত হয়েছিল। এদিক থেকে "ঋণশোধ" "শারদোৎসব"এরই একটি নূতন অভিনয়যোগ্য রূপান্তর। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা বর্ষে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আশ্রম-প্রতিষ্ঠানের কথা ভেবে এই নাটিকার রচনা, মুদ্রণ ও অভিনয় ব্যবস্থায় রত ছিলেন। তাছাড়া কেবল নাটিকা-রূপেই নয়, অভিনয় প্রাসঙ্গিক কবির বিবিধ পরিকল্পনার একটি রূপরেখাও এই খসড়াতে পাওয়া যাবে।

বর্তমান সংখ্যার "রবীন্দ্রবীক্ষা"র অন্যতর উপকরণরূপে সংগৃহীত হয়েছে কয়েকটি অপ্রকাশিত এবং বিরল প্রকাশিত চিঠি—প্রথম দফায় আছে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের চিঠি, রবীন্দ্রনাথকে লেখা।

দ্বিতীয় দফায় আছে, রবীন্দ্রনাথ ও সিলভ্যাঁ লেভির পত্র বিনিময়ের কয়েকটি নির্বাচিত নিদর্শন। সিলভ্যাঁ লেভি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রিত প্রথম অভ্যাগত আচার্য ছিলেন। তৃতীয় দফায় আছে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কয়েকটি চিঠি, রবীন্দ্রনাথকে লেখা। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রথমাবধি ছিলেন বিশ্বভারতীর সাধনে নিয়োজিত।

রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংখ্যায় তিনটি ফটো প্রতিকৃতি-চিত্র মুদ্রিত হল। রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ও সিলভ্যাঁ লেভি, রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেন।

সেইসঙ্গে "রবীন্দ্রবীক্ষা"য় ১৯২১-এ সুইট্‌স্‌জারল্যান্ডে তোলা রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি এবং তার সঙ্গে কবির অঙ্কিত পাঁচটি ছবি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রচ্ছদে আছে একটি রঙীন ছবি এবং বাকী চারটি ছবি সাদা-কালোর সমাহার।

চিত্র - পরিচিতি রবীন্দ্রবীক্ষার অভ্যন্তরে লিপিবদ্ধ আছে।

---

১. 100 years Indian Calender (1832) পৃ. ২১৮

২. তদেব। (পৃ. ৩০৮) অপিচ দ্রষ্টব্য : শান্তিনিকেতন পত্রিকা।